বাঙ্গালীচরিত।

তৃতীয় ভাগ।

কলিকাতা

৩৪ ১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেশিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৬।

মূল্য ৷৹ আট আনা

২৪২৭

বাঙ্গালী চরিত।

তৃতীয় ভাগ।

কলিকাতা।

৩৪।১ নং কলুটোলা স্ত্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালী চরিত।

তৃতীয় ভাগ।

বিষের লাড়ু।

পাতা মুড়িবেন না।

বাঙ্গালার "শিক্ষিত বাবু", বাহ্য চাকচিক্যে ভুলেন। টুকটুকে মাখালফলে তাঁহার মন মোহিত হয়। কোন্‌টা সোণা, কোন্‌টা পিতল,—তিনি চিনিতে সক্ষম হন না। ঝকমকে গিল্টির গহনা, এবং ঝুঁটা মুক্তা পাইয়াই তিনি মহাসন্তুষ্ট। অধিক কি, মধু মাখাইয়া তাঁহাকে যদি বিষের লাড়ু দেওয়া যায়, তাহাও তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে উদরসাৎ করেন। আপাতত মুখমিষ্ট, মুখরোচক হইলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশুতে এবং বাবুতে প্রভেদ বড় কম। শিশু, বিষাক্ত সর্পের গায়ে হাত দিতে ভয় করে না, কেউটে সাপের বাচ্ছা লইয়াও খেলা করিতে আমোদ পায়। বাবুও তাই।

শিখিয়া পড়িয়াও বাবু শেষে আস্ত গোরা। একটা গল্প বলি। ৫৭ সালের সিপাহীযুদ্ধের সময়, চুঁচুড়ার বারিকে একদল খাঁটি গোরা আসিয়া অবস্থিতি করিল। বাঙ্গা-মুখ, ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারা, গোঁয়ারগোবিন্দ, কিছুতেই দৃক্‌-পাত নাই,—সেই গোরাগুলা ক্ষুধার্ত্ত নেক্‌ড়ে বাঘের মত হুগলী চুঁচুড়ায় উপদ্রব আরম্ভ করিল। দিনে ডাকাতি সুরু হইল। আজ তাহারা কাপড়ের দোকান লুট করে, কাল তাহারা গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লয়। ময়রার দোকানে সন্দেস, রসগোল্লা, কচুরি প্রভৃতি সুসজ্জিত রহিয়াছে, আট দশ জন গোরা হাঁই হাঁই খাঁই-খাঁই শব্দে দোকানে গিয়া পড়িল, কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অমনি গো-গ্রাসে টপ্‌টাপ্‌, গুপ্‌গাপ্‌ হুপ্‌হাপ্‌ রবে মিষ্টান্ন উদরস্থ করিতে লাগিল। ঠিক যেন রাক্ষসের দল। ইহাদের ভয়ে পুলিষ সশঙ্কিত, মাজিষ্টর চমকিত। কেহই আঁটিতে পারে না। এক দিন একটা পুরাণ ভাঙ্গা বাড়ীর ভিত হইতে কতকগুলা গোখুরা সাপের বাচ্ছা, এবং গোটা দুই বড় গোখুরা সাপ বাহির হইয়াছে। বিস্তর লোক তথায় জমিয়াছে, মালেরা বহুকষ্টে বহুকৌশলে সাপ ধরিতেছে। গোরাগুলা মনে করিল, অবশ্যই এখানে কোন খাবার সামগ্রী, অথবা কোন বহুমূল্য জিনিস আছে। তাহারা সমস্ত লোককে ধাক্কা দিয়া, ঘুষা মারিয়া, লাথি মারিয়া, তাড়াইয়া দিল। মালও, সাপ ফেলিয়া পলাইল।

সতেজ, সাদা, সুলম্বা, কোনটা বা কুণ্ডলীকৃত, কোনটা বা চক্র ধবিযা দোদুল্যমান—সর্পগণেব এই নানা মূর্ত্তি দেখিযা গোবাচাঁদেবা ভাবিল, বুঝি ইহা কোন আশ্চর্য্য, অদ্ভুত জীব—বহুমূল্যবান এবং জনসমাজে বিরল। গোবাগণ লম্ফে ঝম্ফে, আনন্দ-উৎসাহে ছোট ছোট সাপ ধবিতে আবম্ভ কবিল। কোন গোবা একটা সাপেব চুম খাইল, সর্পও কুট্ কবিযা মুখে কামডাইযা, চুম্বনেব শোধ চুম্বন দিল, গোবা মহলে একটা হাসি উঠিল। কেহবা একটা সাপ ধবিযা মাথায বাখিল। কেহবা সাপেব গাযে হাত বুলাইতে লাগিল। ভাবি আনন্দ, ভাবি হাসি, ভাবি তামাসাব ধূম পডিযা গেল। কিন্তু দশ মিনিট মধ্যে মহাবিষে জৰ্জ্জবিত হইযা গোবাগণ ভূতলশাযী হইল। আমোদ ফুবাইল, উচ্ছ্বাস যুবাইল, —প্রাণপাখী দেহ হইতে উডিযা গেল।

বাবুগণেবও পবিণাম অন্তিমে ঐরূপ। নূতন নূতন, গুলবাহাবে বিলাতী বিষেব লাড়ুব যেমন আমদানি হইতেছে, সুধা বোধে বাবুগণ অমনি তাহা উদবস্থ কবিতেছেন। ফল ভোগেব বড অধিক বিলম্ব নাই।

কুমুদিনী বাবু।

একখানি জাহাজ "স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃভাব",- এই ত্রিবিধ মাল বোঝাই করিয়া, লণ্ডন হইতে ছাড়িল। ফরাসী এবং মার্কিন দেশ হইতে আরও কিছু ঐ রকম মাল জাহাজে তুলিয়া লইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জাহাজ শেষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। বাবুরা গঙ্গাতীরে দাড়াইয়া ছিলেন; যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, তাঁহারা ঐ বিলাতী মাল কিনিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মহারঙ্গে বুলি ধরিলেন, "সব সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র আবার ভেদ কি?"

আর একদল "বাবু" আরম্ভ করিলেন,- "রাজা কোন হ্যায়? রাজা, প্রজা, জমীদার, ব্যবসাদার, জমাদার, চৌকিদার, ঝড়ুবরদার—সব একই হ্যায়।"

তৃতীয় দল। চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান॥
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান।
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥

(অতএব) আজ হতে মোরা পেনু স্বাধীনতা।
না শুনিব ভবে আর কারো কথা॥

নির্ভয়ে ভ্রমিব এবে যথা তথা।
নিশায় দিবায় লাজ পরিহরি॥

কেড়ে লব কল্কে পিতৃহাত হতে।
সাক্ষাতে তামাক খাব বিধিমতে॥
পেয়েছি সভ্যতা, আমেরিকা-পথে।
স্বাধীনতা ধ্বজা করেতে ধরি॥

ঠাকুর কুকুর বামুন মেথর।
মুচি মুদ্দফরাস্, ক্ষত্র বৈশ্য নর॥
ভেদাভেদ নাই, সব একাকার।
সাম্যমন্ত্রে মোরা ধরেছি গান॥

দিবা দ্বিপ্রহরে যাব সোণাগাছি।
গাব, বিভুগান প্রেমমদে নাচি॥
ভুলাব বেশ্যায় করে ধরে যাচি।
ঘরেতে আনিব বিধু বয়ান॥

বসন্ত বাহারে বাজাইব বাঁশি।
গৃহস্থ পাড়ায়, হাসি হাসি হাসি॥
উঠিবে উথলে অমৃতের রাশি।
কুলবধূ যত উধাও প্রাণ॥

তখন সজোরে মারিব রে টান,
কুলের বন্ধন ছিঁড়ে খান্ খান্,

কুলবতী যত পাবে দিব্যজ্ঞান,
স্বাধীনতা রস অমনি দান।

সধবা, বিধবা, সতী, কলঙ্কিনী।
সাধুর নন্দিনী, কিম্বা বিলাসিনী।
সবাই সমান, সবাই প্রধান।
সবাই ত এক প্রভুর সন্তান॥
তবে কেন সবে হবে না এক?

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম অভিমান ডুবাবে সলিলে,
নারীরে রেখেছে বন্ধনশৃঙ্খলে
সোণার ভারত করিতে খাক্।

বাজ্‌বে ঝুনুট্ বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
দিক্ আমোদিত রমণী সৌরভে,
বাঙ্গালিনী শুধু ঘুমায়ে রয়।

বাঙ্গালীর মেয়ে, চাবির ভিতরে।
দরজার বার নাহি যেতে পারে।
পর পুরুষের প্রণয় জোয়ারে,
বাঙ্গালীর মেয়ে নাহিক সাঁতারে।—
এ দুখ কি মোর মরিলে যায়?

পাতা মুড়িবেন না।

অতএব জাগ জাগ গো ভগিনী।
গড়ের মাঠেতে খেলগো রঙ্গিণী।
হাড়কাটা হতে লওগো সঙ্গিনী,
অচিরে ভারত উদ্ধার হবে।

বীর প্রসবিনী, আর্য্য কমলিনী,
ঘোম্‌টা-আবৃত তার মুখ খানি,
চির মেঘে ঢাকা, হায় দিনমণি,
জলে ডুবে গেছে প্রণয় পদ্মিনী।
কত দিন আর এমনি যাবে?

চতুর্থ দল। ঠিক বলেছ দাদা, ঠিক বলেছ। মেয়ে পুরুষ সব একসা ক'রে দাও—আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে, যেখানে সেখানে নরনারী হাত ধরাধরি করে বেড়াইতেছে। কলেজে, ছাত্র ছাত্রী এক বেঞ্চে ঘেঁসাঘেঁসি করে ব'সে, পড়া তৈয়ারী করে। আহা, সে কেমন দেশ। তাইত সে দেশের উন্নতি এত।

হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নারীবীর্য্য-বলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

এইরূপে চারি দল, বিলাতী মাল মাথায় করিয়া, বিলাতী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বিলাতী-ভাবে বিভোর হইয়া, জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, গঙ্গার ঘাট হইতে গৃহমুখে ফিরিতে লাগিলেন। এই চারি দলে ১১টী পুরুষ, এবং পাঁচটী কন্যা। এমন সময় একজন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পুরুষ আসিয়া, তাঁহাদের পথ আগুলিয়া ধরিলেন। কুমুদিনী বাবু, এই চারি দলের অগ্রগণ্য। তিনি অতি ধীর, গম্ভীরভাবে, অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে, ঈষৎ নাকি সুরে, কতকটা থাদে, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয়। আপনি কে? কোন্ দেশে ঘর? একি? এ দারুণ শীতকালে, ডিসেম্বরের শেষে, আপনার পায়ে এষ্টাকিন নাই কেন? জুতা যোড়াটীও দিশি কারিকরের তৈয়ারি দেখিতেছি বাঙ্গালীরা এ জুতাকে চটী নামে অভিহিত করে। আ ছি! গায়ে কোট কৈ? ও, কি ওটা?—উঃ, পরিধানে কাপড়? —আপনি কি দেখিতেছেন না,—পঞ্চ রমণী আপনার সম্মুখে বর্ত্তমানা? রমণীর সাক্ষাতে দেশীয় বস্ত্রে অশ্লীলতা নিবারণ হয় না।"

তেজঃপুঞ্জ পুরুষ। মহাশয়, রাগ করিবেন না, আপনারা হয় জুয়াচোর, নয় ভণ্ড। আপনারা বলেন, সব সমান, সব এক—বুদ্ধিটা আপনাদের বড়ই বিকৃত, নয় সাফ্ জুয়াচুরি।

কুমুদিনী বাবু। আপনি বৃদ্ধ, সেকেলে, ঊনবিংশ

শতাব্দীর সভ্যতা-আলোক আপনাতে নাই, আপনি কি ইংরেজীগ্রন্থ পড়িয়াছেন? দেখিতেছি, নাকে আপনার তিলক। কি কুসংস্কার! তাইত,—ঐ যে, মাথায় টীকিও আছে।—আপনার সহিত গুরুতর সামাজিক বিষয়ে তর্ক করাই আমাদের অনুচিত। আচ্ছা, আপনিত বাঙ্গালা জানেন, হিন্দুশাস্ত্রে কি এ কথা কখনও শুনেন নাই?

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

বৃদ্ধ। শুনেছি। একটী কথা বলি,—আপনি ত "যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ", অতএব আপনি আপনার বাড়ীর মেথ্‌-রাণীকে বিবাহ করিতে রাজী আছেন কি না? ঐ শান্তিময় শ্লোকের গূঢ় অর্থ আপনি বুঝিতে অক্ষম, বুঝিবার আপনার অধিকার নাই। বলুন, সেই ভাববাসী বিধবা মেথরাণীকে আপনি বিবাহ করিবেন কি না?

পঞ্চকন্যার মধ্যে দুইটী কন্যা, এ কথা শুনিয়া shriek করিয়া উঠিলেন। ব্রীড়া অবনত-মুখে, চক্ষু মুদিয়া, ঈষৎ কাঁপিতে লাগিলেন। তখন দলস্থ অন্যান্য সন্তানগণ, তাঁহাদের কপোলে, শিরে, হস্তে, এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে, হাত বুলাইয়া রমণীদ্বয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

কুমুদিনী বাবু বৃদ্ধের উপর ভয়ঙ্কর চটিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি সেই বৃদ্ধের বুকে সজোরে পদাঘাত করিয়া, রমণীদ্বয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। কিন্তু বৃদ্ধকে কিছু সবলশরীর, এবং শক্ত প্রকৃতির লোক দেখিয়া, পদা-

ঘাত কার্য্যে আপাতত ক্ষান্ত দিয়া বলিলেন, "আপনারত ভারি কুরুচি দেখিতেছি? ভারত ললনার সাক্ষাতে বিবাহের কথা উচ্চারণ করিতে আছে কি? বিবাহ নামে মনে কি কুভাব উদয় হয়, বলুন দেখি? এক বৎসর হইল, আমরা সকলে ডালিম খাওয়া বন্ধ করেছি, -

বৃদ্ধ। বেদানাও কি বন্ধ করেছেন?—

কুমুদিনী। বিদেশী বেদানা হইলে, ক্ষতি কি? শুধু ডালিম কেন, কদম গাছ দেখিলেই কাটিয়া ফেলি। কোকিল দেখিলেই গুলি করি। মৌচাক দেখিলেই ভাঙ্গিয়া দি। মুচ্‌কি হাসি দেখিলেই, প্রবন্ধ লিখি।

বৃদ্ধ। অতি উত্তম কাজ। অচিরে ভারত উদ্ধার হইবে। এখন ধলন্দা নামক গোলকধাম, আপনাদের বসবাসের উপযুক্ত ভূমি। আসুন আমার সঙ্গে, শীঘ্র পথ দেখাইয়া দি।

কুমুদিনী। Old fool! that's downright insult—are we mad?—what do you mean by Dwalnda Lunatic Asylum?—be off, or else I shall kick you

বৃদ্ধ। Cowards! তোরাও আবার লড়াই কর্‌বি নাকি?

কুমুদিনী। (একটু নরম হইয়া) অ্যাঁ, অ্যাঁ, আপনি ইংরেজী জানেন নাকি? বেশ, বেশ, আপনার সঙ্গে আমরা তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি।—

বৃদ্ধ। রাজা কোন হ্যায়? এ কথাটা কি?

কুমুদিনী। আমরা Republican fro.n of Government চাই। দেখুন আমেরিকায় United States এর রাজা নাই—প্রজারাই কর্ত্তা—মেযে পুরুষ সব সমান—লক্ষপতি ও দরিদ্র সব সমান—দেখুন, সে দেশে কত সুখ, কত উন্নতি; রেলপথে, তার ব্যবসাযে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি।

বৃদ্ধ। আপনাদিগকে বুঝান বড বিষম। আপনারা জমাখরচ জানেন না, আপনাদিগকে অদ্য Astronomy বুঝাব কেমন করিযা? যার বর্ণপরিচয হয নাই, সে কি কখন দর্শন বুঝিতে পারে? তবে আপনারা নাকি ইংরেজীভক্ত, তাই একটা কথা ইংরেজীতে আপনাকে বলি।—একটা প্রসিদ্ধ ইংরেজী-সংবাদপত্রের একজন প্রসিদ্ধ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন, তাহ পড়ুন দেখি?

People who still remember the Philadelphia riots last year, when the streets of a great city ran with blood, because the feelings of the mob revolted against glaring miscarriages of justice and betrayed them into the energetic forms of remonstrance peculiar to Americans—those who thought over the strange confusions of right and worng in in that tumult and its suppression—may be interested to hear the brief views of an Anglo-Indian who has just visited some of the United States A man with a wide experience of Europe and Asia, he writes—The whole thing is plainly on trial, ie the whole fabric of Republican

Government, and it does not give satisfaction I suspect Clever men here (Americans) believe, that there will be another, and a bigger, civil war before the end of the century, which will be followed by a military Government At present it is mob law, striking, and organising to put down strikes, lynching and violence Life, is far more insecure in the interior of Texas than in the Caucasus, Albania, Arabia, ect, ect (countries which those people consider barbarous,) and the Texas administration is for more corrupt No man with money or friends will be executed there, even if he shoots down people in the street in broad day, the lawyers, after conviction will appeal, get fresh trials, change the vanue, etc, etc, until they get him off What will come of it ?—*The Pioneer November, 3rd, 1885.*

ঐ ইংরেজী কথা শুনিয়া, কুমুদিনী বাবু নীরব—ন যযৌ ন তস্থৌ। বৃদ্ধ তখন পথটী, দুহাত দিয়া চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "উত্তর দিয়া ঘরে যাও।"

গতিক বড় মন্দ বুঝিয়া, কুমুদিনী বাবু দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। দলপতির পলায়ন দেখিয়া দলস্থ সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কেবল পঞ্চকন্যা পথে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওমা, এখন আমরা যাই কোথা?" বৃদ্ধের কি সাম্রাজ্য কর্ম্মভোগ। দুখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, স্ত্রীলোকগণকে তিনি নিজ নিজ গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি তার পর কুমুদিনী বাবুকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। শুনা যায়, কুমুদিনী, বৃদ্ধকে দেখিলেই লুকাইতেন। পথে সাক্ষাৎ হইলে, দৌড়িয়া পালাইতেন। বৃদ্ধের ভয়ে কুমুদিনী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন।

ফটিক চাঁদ।

—∞—

প্রথম কুসুম।

রামধন বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। বৃদ্ধ বয়সে হরিনাম করেন, যথাসাধ্য দানধ্যান করেন, আর লোকচরিত্র সমালোচন করেন। এ কালের নব্য বাবু দেখিলে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যান। বাঁকা সিঁথি, মুচ্‌কে হাসি এবং ইংরেজীর বুক্‌নিযুক্ত বাঙ্গালা কথা, তাহার দুচক্ষের বিষ। তিনি বলেন, "আমাদেরও ত এক দিন চুল ছিল, কিন্তু অমন ত্রিভঙ্গ ভাবে টেড়ি কাটিয়া, লেবেণ্ডারের ছিটে দিয়া পকেটে রুমাল গুঁজিয়া, হাতে ছড়ি ধরিয়া, বুক ফুলাইয়া, ঈষৎ বাঁকা হইয়া, পথ দিয়া ত কখনও চলিয়া যাইতাম না। এখন, এ মোশাই কালে কালে কতই দেখ্‌তে হলো,—রাঁধুনীর ছেলের পকেটে ঘড়ী। আর বাবুভেয়েদের রংদার, ঝক্‌ঝকে সোণার চেনের বাহার দেখে কে? কাহারও কাল চাপকানের উপর যেন একটা ঢোঁড়া সাপ পড়িয়া আছে। কেন বাপু, পুরুষমানুষের এ গহনা-পরা কেন? হাতে আংটী, নাকে সোণা-বাঁধান চসমা, জামার বোতামে সোণার শিকল, জুতায় রূপার বক্‌লস—এ সব মেয়েলি ছাঁদ কেন? আগে কি আমরা সুখে থাকি নাই? তখন

আমাদেব প্রাণটা কি দুঃখে বাহিব হইযা গিযাছিল? দেখে শুনে হাড জলে গেলো। ছেলেগুলোব বেয়াদবী দেখে মনে হয যে, গলায দডি দি।”

দীননাথ ঘোষাল গ্রাম্য পুবোহিত। সাদাসিধে লোক। বিশ ত্রিশ ঘব যজমান আছে, পূজা হোম যাগ দেবার্চ্চনা কবিযা তিনি পবমানন্দে কালাতিবাহিত কবেন। তিনি বামধন বাবুব বিশেষ অনুগত। সন্ধ্যাব পব দুজনে বৈঠকে বসিয়া সংসাবেব নানা কথায বাদানুবাদ হয। বলা বাহুল্য, ঘোষাল মহাশয কখন ইংবেজী পডেন নাই, বামধন বসুজাব অল্প স্বল্প সেকেলে ইংবেজী জানা আছে। উভযেব মধ্যে মনেব মিল খুব।

একদিন ঘোষাল মহাশয সন্ধ্যাব পব হন্ হন্ কবিযা বামধন বাবুব বৈঠকখানায উপস্থিত। বাগে তাহাব সর্ব্বশবীব কাঁপিতেছে। আসিযাই, বসুজাকে বলিলেন,— “সব সহা যায, কিন্তু বুডোবাম মিত্রেব ছোটোব বেয়াদবী আব সহা যায না। কলিকাতা থেকে নূতন এসে, সে যাচ্ছেতাই বলিতে আবম্ভ কবিযাছে। বাজা বাদ্‌সা মারুক, চাযনা কোটেব উপব ঘডিব চেন এঁটে সাবাদিন বেডাইযা বেডাক্, তাতে আপত্তি কবি না, কিন্তু সে, একসা মিথ্যা কথা বলিযা পাডাব লোকগুলকে জ্বলিযে পুডিয়ে খেলে। এই চাবি দিন এসেছে, ইহাব মধ্যেই, চাব লক্ষের কম সে মিছে কথা কহে নাই। যা তাব

মনে যাচ্ছে, তাই সে বেছুট বক্‌ছে। ঠাস্ করে গালে এক চড় হয়, তবে সে জাস্তে পাবে।"

ঘোষাল মহাশয় সবল লোক। ফাঁকি তাঁর মনে একেবারেই নাই। মিথ্যা কথার উপর তিনি ভয়ানক চটা। কোন ব্যক্তি একটু অতিরঞ্জিত গল্প করিলে, তিনি তাহার উপর খড়্গহস্ত হন।

বুড়োরাম মিত্রের ছেলের নাম নগেন্দ্রবাবু। নগেন্দ্রনাথ আজ দুই বৎসরকাল বাড়ী ছাড়া। কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত ঐ দুইবৎসর চাকুরীর চেষ্টায় তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। বাড়ী আসিয়া বাবু রাষ্ট্র করিয়াছেন, তিনি এক অতি উচ্চদরের মহা-চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু চাকুরীটা কি?—তাহা এপর্য্যন্ত কেহ জানিল না, এবং তিনি কতটাকা যে মাহিনা পান, সে কথাও আজও কেহ শুনিল না। কখনো শুনি, তিনি পোষ্টাল-ইন্সপেক্টার, মাহিনা ১২০৲ টাকা। কখনো কেহ বলেন, তিনি গ্রেহেম কোম্পানীর বাড়ীর হেড্‌বাবুর হেড্ আসিসটাণ্ট,—মাহিনা ১৯৫৲ টাকা। আবার জনরব উঠিল, তিনি কুলী-কণ্ট্রাক্টার, মারীচদ্বীপে কুলী-প্রেরণ কার্য্যে ব্রতী,—স্বাধীন ব্যবসা চালাইতেছেন, কেন না, নগেনবাবু পরাধীনতা, দাসত্ব ভাল বাসেন না। এইরূপে নানা গোলযোগ উপস্থিত। নগেনবাবুও কাহাকে খোলসা কোন কথা বলেন না। তবে তাঁহার আকার ইঙ্গিত, ভাব ভঙ্গি,

চাল চলন দেখিয়া, যিনি যাহা কিছু অনুমান করিয়া লউন। চার রকম জুতা, —প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা, এবং রাত্রি— এই চারি কালের চারি প্রকার জুতা। কোন জুতাটার রং বেগুনী, কেহ লাল, কেহবা কালো মিশ্ চিক্‌চিকে। জুতাচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পরে কেবলই যে রংয়ের পার্থক্য, তা নয়। কোন জুতাটা গাঁট পর্য্যন্ত উচুঁ হয়, কোনটা বা ভূমি-তলের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে চৌদ্দ আনা পা ঢাকা হয় না। তাঁর জামা, —দশ রকম, কি বিশ রকম, কি পঞ্চাশ রকম, তা আজও কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। সেই এক একটী জামার বাহার একদণ্টা কাল ঠায় চাহিয়া দেখিলে, তবে তার মর্ম্ম বুঝা যায়। এই দেখিলাম, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় গায়ে ডবাষ্টাকিন পরিয়া, ইংলিসকোট গায়ে দিয়া, গলায় কমার্ট এবং মাথায় টুপী আটিয়া বেড়াইতেছেন, আবার আধ ঘণ্টা পরে দেখি, পেণ্টুলান, চাপকান, চোগা গায়ে দিয়া, তিনি বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইংরেজী কোট্‌, চায়নাকোট্‌, পার্শীকোট্‌ বুকে বোতাম, বেনিয়ান, ফতুয়া,— বাপ, গায়ের জামাই বা কত!!!

নগেন্দ্রবাবুকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কবে আসা হলো?"

নগেন্দ্র। পরশু সন্ধ্যার সময় পাল্‌কীথেকে নাব্‌লাম। দশটা বেহারা ছিল, তা না হ'লে আরও অনেক রাত

হতো। এসেই, বেহাবাদিগকে একটাকা মদ খেতে দিলাম। মদ খেয়ে বেহাবাবা নাচতে লাগলো। আমি তখন ঘড়ী খুলে দেখিলাম, ঠিক ৯টা বেজেছে, অমনি নাচ বন্ধ করিয়া দিলাম। ঐ ঘড়ীটের দাম ৩২১৮৵১৫—এটা আট পৌবে ঘড়ী। আর একটা পোষাকী ঘড়ী আছে, তার দাম এক হাজার দুইশত ছেযানব্বুই টাকা। সে টেকঁরটিতে প্রতি পনের মিনিট অন্তর টুং টুং করিয়া বাজে। এদেশে আর এমন ঘড়ী নাই, কেবল লেডী-ডফ্‌রীণের একটা আছে। তবে বড়লাট-পত্নীর ঘড়ীটা একটু ছোট।"

এইরূপ নগেন্দ্র বাবুর কথা আর ফুরায় না। বক্তার উচিত, শ্রোতৃবর্গকে সমস্ত সংবাদ দানে আপ্যায়িত করা। সুতরাং শ্রোতার পলায়ন ব্যতীত, নগেন্দ্রবাবুর গল্প কখন ফুরাইত না।

এহেন নগেন্দ্রবাবুর উপর গ্রাম্যপুরোহিত ঘোষাল মহাশয় আজ খড়্গহস্ত। বামধন বসুজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "নগেনের উপর আজ এত চট্‌লে কেন হে? সে কবিয়াছে কি?"

ঘোষাল। আরে, তার লম্বাচৌড়া কথা শুনে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত জলে উঠেছে। সে, ভুলে যদি একটা সত্যি কথা কয়।—

বসুজ। কথাটা কি?—আগে বল, তবেত বুঝবো।

ঘোষাল। তার গুণের কটা কথা বোল্‌বো,—কাল

বৈকালে ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাব গল্প হচ্ছিল, কাশীর বিশ্বেশ্বেবে মন্দিবে এক যোড়া কোশাকুশী আছে, তাতে সাতমণ জল ধবে। কতকগুলা ছেলে এই বাজে গল্প শুনে নগেন্দ্র বাবুকে বা'হবা দিতেছিল। আমি আর থাক্‌তে পাবিলাম না, —বলিলাম, ময়াল গ্রামেব বডবাড়ীতে এক-যোড়া কোশাকুশী ছিল- সে কোশাকুশীতে এক পুকুব জল ধবিত। এক দিন সেই কোশাব ধাবে বসিয়া, বডকর্ত্তা তর্পণ কবিতেছিলেন, এমন সময, কোশাব ভিতব থেকে একটা কুমীব উঠে বড কর্ত্তাকে নিয়ে গেল, তাঁহাকে কোশার জলে ডুবিয়ে ফেলিল, আব সেই অবধি তাঁহাকে পাওয়া গেল না।" আমাব এই কথা শুনে ছেলেগুলো হোহো হেসে উঠিল। নগেটা আমাব উপব চ'টে লাল হ'যে মুখ গোঁজ কবিযা বহিল।

বসুজ। ও-ছেলেটাকে আমি অনেক দিন হ'তে জানি, পেকে ঝিক্‌বে গেছে, - গবীবেব ছেলে, এখন দুটাকা হাতে হয়েছে, কাজেই সে চাবিদিকে লাফিযে বেড়াচ্ছে।

ঘোষাল। লাফাক, তাতে ক্ষতি নাই, এত মিছে কথা বলে কেন?

বসুজ। মিথ্যা কথা কহা, ওব চিব অভ্যাস। যখন নগেনেব বযস ১৮ বৎসব, তখন সে একবছব কলিকাতায় আমাব বাসায ছিল। সন্ধ্যাব সময় বসুযেব্রাহ্মণ বাসার সকলকে জিজ্ঞাসিত,—কে এবেলা ভাত খাবেন, কে খাবেন

না। লোক সংখ্যা বুঝিয়া, ব্রাহ্মণ চাউল লইত। নগেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ বলিত, আমার আজ ক্ষুধা নাই, চাউল খুব কম লইও, এক মুঠা ভাত হইলেই হইবে। কিন্তু ভাত খাবার সময় দলে মিশিয়া ৮২ সিক্কার ওজনে সে প্রায় এক-সের চেলের ভাত খাইত। শেষে বমুযে বামুনেরই ভাতে কম পড়িত। অথচ প্রত্যহ নগেন বলিত, আমার ক্ষুধা নাই, চাল লইলেও চলে, না লইলেও চলে। বামন ভারি চটিল। একদিন সকলের সাক্ষাতে বামন তাহাকে জিজ্ঞাসিল, 'আজ আপনার চাল লইবে কি ?" নগেন্দ্রের উত্তর পূর্ব্ববৎ এক মুঠা চাল লইলেই যথেষ্ট- ক্ষুধাত নাই। বামুন একমুঠা চাউল দেখাইয়া বলিল এই ক'টা চাল লইলেই চলিবেত ? নগেন্দ্র বলিল "যথেষ্ট হইবে -এ-ও লাগবেনা।' বামুন তখন সেই একমুঠা চাল লইয়া একটু ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া, ভাতের হাঁড়িতে সেই পুঁটলিটী ফেলিয়া দিল। আহারের সময় বামুন সকলকে ভাত দিল, কিন্তু নগেনের ভাত দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "নগেনের ভাত কোথা গেল ?" বামুন ঠাকুর তখন সেই পুঁটুলিটী আনিয়া নগেনের পাতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই ওঁর ভাত। মোশাই, আমি রাত্রে আজ একমাস কাল না খেয়ে আছি, উনি রোজ বলেন, আমার খিদে নাই, কিন্তু প্রত্যহ একরাঠা চালের ঘাড় ভাঙ্গেন। কাজেই আজ তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে, চাল দেখিয়ে, ন্যাকড়ায় বেঁধে,

পাতা মুড়বেন না।

চাল ভাতে দিয়েছিলাম।” এই কথা শুনিয়া সকলে টেপাটেপি করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ছিলাম বলিয়া, সহজে সমস্ত মিটিল। তখন বামুন একরাশ ভাত আনিয়া দিল—নগেন নীরবে সমস্ত ভাত উদরসাৎ করিল। নগেনত সেই।—এখন বড় হয়েছে বলিয়া কি তার স্বভাব পরিবর্ত্তন হবে?

ঘোষাল। ঐ যে নগেন, এদিকেই আস্‌চে। আচ্ছা ক'রে আজ দু কথা উত্তম মধ্যম শুনিয়ে, ওকে সোজা ক'রে ছেড়ে দিব।

বসুজ। না, না, না--তুমি একটু থাম, নগেনের কাছে অনেক মজার কথা শুনা যাবে। তুমি একবার একটু চুপ কর।

দেখিতে দেখিতে নগেন আসিয়া পৌঁছিল।

ফটিক চাঁদ।

—০০০—

দ্বিতীয় কুসুম।

নগেন্দ্রের শুভাগমন মাত্র ঘোষাল-মহাশয়, অনিমিষ-লোচনে, তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বামধন বসুজা মহাশয়ের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, অথবা তাঁহাকে ভাল চিনিতে না পারিয়া, নগেন্দ্রবাবু ঘোষালের দিকে—ঠায় তাকাইয়া রহিলেন। যেন বিদ্যাসুন্দরের প্রথম শুভ সন্দর্শন হইল।

অনিমিষে বিনোদিনী হেরিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥

এদিকে পুরোহিত-ঠাকুর, অর্থাৎ ঘোষাল মহাশয়, নগেনের সাজসজ্জা দেখিয়া, বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত লোচনে কখনও তাঁহার জুতার বগ্‌লস দেখেন, কখন বা অঙ্গুলের আংটীপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া থাকেন, কখন ঝক্‌মকে টুপীর দিকে নয়ন নিহিত করেন। নগেন্দ্র অঙ্গের কোন্ অলঙ্কার খানি পুরুতঠাকুর আগে দেখিতে আরম্ভ করিবেন, তিনি তাহাই ভাল ঠিক করিতে পারিলেন না। সাজ কি একটা? মহরমের সময় লখ্‌নৌএর নবাব বাড়ী "দুপুরে মাতনের" দিন

গোদাহাতীর সাজ দেখিয়াছি, কিন্তু সে সাজও নগেন বাবুর সাজের সঙ্গে তুলনীয় নহে। হস্তী-অঙ্গে কাশ্মীরি শাল, মতির মালা, মুক্তার ঝালর, সোণার পদক, সোণার কাণ, কিংখাপের আংরাখা, রূপার ল্যাজ—সে বিচিত্র বাহার দেখে কে? ইচ্ছা হইল, যেন হাতীর অধীনে একটা চাকুরী করি। কিন্তু আজ নগেন্দ্র বাবুর ব্যাপার অতি অদ্ভুত। তাহার সেই বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গবৎ রঙ্গ দেখিয়া, অনঙ্গমোহনের চার অঙ্গের সেই ভঙ্গি দেখিয়া, সেই বঙ্কিম নয়নের বাকা চাহনির বিরাট ভাব দেখিয়া, সেই ললাটে, লোচনে, গ্রীবায়, গলে, বক্ষে, উদরে, উরুতে, পদে, বেশে—তুলা, পশম এবং ধাতব পদার্থের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, বাস্তবিকই আমার ইচ্ছা হয় যে, নগেন্দ্র-কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় বারমাস বাস করি। সে অপরূপ রূপ, আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব?

অদ্য অগ্রহায়ণের বুঝি শেষ ভাগ। সন্ধ্যার প্রাক্কাল, নভোমণ্ডল এখনি তারার মালা গলায় পরিবেন, পূর্ণিমার শশধর আজ আকাশপটে উদিত হইবেন, মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী হইবে। বসন্ত কালে কোকিল-কুলের কলরব। ভ্রমরের ঝঙ্কার। কমল-কলির প্রস্ফুটন—এ সমস্তই ঘটিবে। হায়! আজ আমি এইরূপ আগ্রহায়ণিক দিনে নগেন্দ্র-বেশভূষার বর্ণনা কেমন করিয়া করিব?

নগেন্দ্র-গাত্রে নানা ছাঁদের, নানা রঙের রাশীকৃত

বস্ত্রের স্তূপ—ধাতুঘটিত জিনিসেরও অভাব নাই। নীল, পীত, লোহিত, অসিত, সিত,—ময়ূরপুচ্ছবৎ মনোহর সৌন্দর্য্যরাশির সমাবেশ। আর, সমগ্র বস্ত্রাবলী গন্ধমাদন বৎ গুরুভারবিশিষ্ট। ঘড়ির চেন, তাহার বিশল্যকরণী। এক নিশ্বাসে মোটামুটী কথা বলিয়া যাই,—পেন্টুলান চাপকান, চোগা, হাপষ্টকিন, ফুলষ্টকিন, ট্রাউসার, জঙ্গিয়ার, পিরাণ, কামিজ, ফতুয়া, ওয়েষ্টকোট, কলার, কম্ফটার, টুপি, রেশমীকমাল, শালের রুমাল, ঘড়ী, চেন, আংটী, চস্‌মা, সোণার বোতাম, চুরট, ছোট একটী অটো-ডিরোজের শিশি, তিনটী বিলাতী বিবির ফটো, আট মুখো চাকু ছুরি, রেশমী পাবো, ফুলের তোড়া, কুবিবার ব্যাগ, মণি ব্যাগ, পকেট-বাশি, মুখে মুচকে হাসি এবং রূপা বাঁধান ছড়ি,—সবই আছে, অভাব কেবল এক গাছি মিহি লাকলাইন দড়ী।

এই গুরুগম্ভীর ব্যাপার অবলোকন করিয়া, থান-ফেড়া-পরা, নামাবলী গাযে, চটী জুতা পাযে, বুড়ো পুরুত-ঠাকুর প্রকৃতই চকিত, মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই তিনি যেন একটু উঁকি ঝুঁকি ভাবে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে নগেন্দ্রকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবুজী পুরোহিতের সহিত প্রথম সম্ভাষণেই, ইংরেজী-প্রথানুসারে, বলিলেন, "আহা, অদ্য কি উত্তম দিন। সমীরণ ধীকি ধীকি বহিতেছে।—সন্ধ্যার কি গাঢ় সুচিক্কন কলেবর।"

পুরোহিত মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "বাপু তোমার বাড়ী কোথা? কে তুমি?

নগেন্দ্র। নিবাস আমার ভারতবর্ষে। আমি ভারত-সন্তান।

পুরুত। কিছু খেয়েদেয়ে এসেছ নাকি?

রামধন বাবু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "ওহে ঘোষাল। তুমি মিছে ব'ক কেন বল দেখি? এখন একটু থাম। বাপু নগেন, তুমি এ দিকে আমার কাছে এসে ব'স।"

বলা বাহুল্য, নগেন্দ্র রামধন বাবুকে দেখিয়া প্রথমত একটু থতমত খাইল। শেষে তাহার কাছে যাইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অহো, কি দৈবদুর্ব্বিপাক। নগেন্দ্র বসিতে অক্ষম। পায়ের জুতার ফিতা খুলিতে প্রায় বিশ মিনিট লাগে। সুতরাং বসিতে হইলে বিশ মিনিট কাল কসরত আবশ্যক। কিন্তু জুতা খুলিতে পারিলেও, বসা অসম্ভব। কারণ পেণ্টু-লান-মহোদয়, কোমরের সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন আছেন যে, বসিতে গেলে, হয়, কোমর ভাঙ্গিবে, না হয়, কাপড় ছিঁড়িবে। অতএব, রামধন বাবুর সম্বোধন-সত্বেও, নগেন্দ্র বাবু প্রথমত একটু ইতস্তত, আঁ ওঁ করিয়া, শেষে গড়া-কার্ত্তিকটীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামধন বাবু ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না, নিজের

বালিস্‌টা একটু সবাইয়া দিয়া, বালিস্‌টা একবাব চাপড়াইয়া আবাব বলিলেন, " এস, নগেন্দ্র, ব'স।"

নগেন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন, ধীবে ধীবে, বলিলেন, "আজ্ঞে না, আজ আর বসিব না, একটু বিশেষ আবশ্যক আছে, আজ যাই, আব একদিন আসিব। আপনাব সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

বামধন। বো'স হে বো'স। অনেক দিনেব পব দেখা হলো,—যাবে এখন।

নগেন্দ্র আবও ভীত হইলেন। পূর্ব্ব-অন্নদাতা বামধন বাবু বসিতে বলিতেছেন, অথচ তিনি বসিতে পাবিতেছেন না, কাজেই তিনি লজ্জিত, ভীত এবং বিপদগ্রস্ত। নগেন্দ্র কি কবেন, শেষে মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "আমাকে একখানা চৌকি আনাইয়া দিন, পেণ্টুলানটা কিছু কসা হইয়াছে।"

বামধন বাবু ব্যগ্র হইয়া চাকবকে বলিলেন, "ওরে শিগ্‌গিব চৌকি নিয়ে আয়।"

পুরুত ঠাকুব। নীচে বসিলে, ওঁর অপমান হয় নাকি?

বামধন। থাম নাহে একবাব?—(নগেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) ব'স বাপু, কেদাবায়।

নগেন্দ্র বাবু তখন গম্ভীব ভাবে উপবেশন করিয়া রুমাল দিয়া মুখটী মুছিতে লাগিলেন।

পুরুত ঠাকুব। শীতকালে বাবুটী ঘামচেন, ওবে, শিগ্‌গিব পাখা নিয়ে আয়।

শ্যাতা মারুংভ পা ১২৭

রামধন। (নগেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) ঘোষাল মহাশয়ের কথা তুমি শুনিও না—উনি একটু বেশী বকেন। আচ্ছা নগেন, এ দু-বছরই কি তুমি কলিকাতায় ছিলে?

নগেন। আমি দু-বছরে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছি,—সীমাকমিশনের অধ্যক্ষ লমস্‌ডন যেদিন মধ্য-এসিয়া হইতে বিলাত যাত্রা করেন, সেই দিন আমি পেশোয়ার হইতে কলিকাতা রওনা হই? ফাষ্ট ক্লাস রেলগাড়ীতে চাপিলাম, একটী বিবি সে গাড়ীতে ছিলেন, তিনি আমাকে দেখে খুব সম্ভ্রমে বলিলেন, "বাবু এই দিকে বসুন।" আমি কি করি, রমণীর কথা লঙ্ঘন করিতে না পেরে, সেই দিকেই বসিলাম। দুজনে একত্রে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি আমাকে একটী ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। আমি তাঁহাকে আমার ফটো দিলাম। ইংরেজ রমণীটী এলাহাবাদ ষ্টেসনে নামিলেন। আমার সহিত শেকেণ্ড হইল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব। রমণী যেমন গাড়ীর রেকাবে পা দিয়াছেন, অমনি তিনি হঠাৎ পা পিছ্‌লিয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গেলেন। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মেমের পতন দেখিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহই গাড়ীর নীচে নামিয়া তুলিতে সাহস করিল না। আমি তখন বেগে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বিবিকে গাড়ীর নীচে হইতে তুলিলাম। আমার তুলিবার গুণে রমণীর গায়ে একটু আঁচও লাগে নাই।

পুরুত ঠাকুর। বাপুহে, তোমায় কি বাবা তারকনাথের কৃপা হয়েছে? যা বলবে, ভুলে কি তা সত্য হবে না?

রামধন। আচ্ছা তার পর কি হলো?

নগেন্দ্র। রেল গাড়ীটা আমার আজ্ঞায় থেমে গেল। এমন সময় দেখি কি না, জয়পুরের মহারাজ উপস্থিত। সেলাম করে আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলাম। রাজা প্রীত হয়ে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "এস, তুমি আমার গাড়ীতেই যাবে। রাজা এবং আমি উভয়েই হাত ধরাধরি করে প্লাটফরমে পায়চালি করিতে লাগিলাম।

পুরুত ঠাকুর। রাজা তোমায় কাঁধে করে নাচলেনা ত?

রামধন। নগেন, তুমি বলো,—তারপর কি হলো?— ঐ বুড়োর কথা শুনো না।

নগেন্দ্র। রাজার সহিত গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় ছোটলাট লয়েল সাহেব আঙ্গুল হেলাইয়া আমাকে ডাকিলেন, "নগেন বাবু।" আমি ভাবিলাম, কি বিপদ। এ দিকে জয়পুরের রাজা ডাকাডাকি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নগেন বাবু তুমি, যাও কোথা?" আমি ফাঁপরে পড়িলাম। একদিকে ছোট লাট, অপর দিকে মহারাজ জয়পুর। আমি যাই কোথা?

তখন পুরোহিত মহাশয় ক্রোধে কম্পিতবক্ষ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদে দৌড়িয়া

গিয়া তিনি নগেনেব কাণ ধবিয়া বলিলেন, “তবে রে পাজি, তোব যত বড মুখ, তত বড কথা। পোটাচুন্নির বেটা চন্নবিলাস। এক চডে টাস্‌পাডাব বাগান দেখাবো। খবব্দাব, এখানে আব বেচ্‌ট বকিতে পাবি না। গায়েব ন্যাকডা খুলে ফ্যাল্‌! গায়ে বিশ পুরু ন্যাকডা জডিযে সং সেজে, ছোঁডা একবাবে নিজে কথাব খৈ ফুটাচ্চে।”

বামধন বাবু হাঁ হাঁ কবিয়া উঠিলেন। “থামো, ঘোষাল মশাই, থামো। নগেনেব কাণ ছেডে দাও, ছেডে দাও”— বাবা নগেন, তুমি মনে কিছু কবোনা - বুডো পাগল।”

নগেন উর্দ্ধশ্বাসে দৌডিয়া পলাইলেন। চসমা ভূতলে পডিয়া গেল, তথাচ ভ্রূক্ষেপ নাই।

হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দিন।

হিন্দুর দুরবস্থার কথা ভাবিলে কাহার না চক্ষে জল আসে? কি ছিল, কি হইয়াছে? দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, ভূতলশায়ী, মুমূর্ষু,—প্রাণ বাহির হইবার নয়, তাই আজও আছে। হিন্দুধর্ম্ম অনন্ত অক্ষয় অবিনশ্বর, তাই এত অত্যাচারে, এত পদ-দলনেও ইহার মহাপ্রাণ উড়িয়া যায় নাই। কিন্তু তাও বলি, এখনও ইহার যাহা আছে, অন্যের তাহা কণামাত্র থাকিলেও, সে পরম পুষ্টি সাধন করিত।

আজ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। তীর্থক্ষেত্র, পাপক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীক্ষেত্র, গয়া, বারাণসী, শ্রীবৃন্দাবন, সর্ব্বত্রই পাপস্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে। ৺পুরুষোত্তম ধামে যাও, দেখিবে, কেবল পাপের রাশি, ভণ্ডামি, আড়ম্বর, লোভ, দ্বেষ, জুয়াচুরি। ভক্তি বা ঐকান্তিকতা খুব কম। ঈশ্বরকে তাহারা প্রণাম করে বটে, মুখে "জয় জগন্নাথ জয়" বলে বটে, কিন্তু ইহাতে একাগ্রতা কৈ? তন্ময় ভাব কৈ? বাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, কলের পুতুলের মত, তাই তাহারা দেবতার নিকট ঘাড় নোঙায়—টিয়া পাখীর মত, বুলি শিখিয়াছে, তাই যখন তখন "জয়

জগন্নাথ” বলিয়া চীৎকার করে। তীর্থক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদের আর একটা রব,—দেহি, দেহি, দেহি। এমন দোকনদারি, পয়সা লইবার কারিকুরি, আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাত্রিদলের সেই কৌশল-চক্রে হাড় পেষিত হইয়া যায়। সকল কথা খুলিয়া বলা উচিত নহে এবং দরকারও নাই। মোটামুটী ইহাই বুঝিয়াছি, তীর্থক্ষেত্র ভয়ঙ্কর পাপপঙ্কে নিমগ্ন, ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালজাতীয়। আমার প্রকৃতই মনে হয়, তীর্থক্ষেত্রগুলি যেন এক একটী উচ্চদরের সওদাগরি আফিস—দেবতা ইহার পণ্যদ্রব্য, পুরোহিত ইহার মুচ্ছুদ্দি, পাণ্ডাগণ ইহার দালাল, আর এই অসংখ্য যাত্রী ইহার খরিদদার। ফেল কড়ি, মাখ তেল। যে যেমন টাকা দিবে, সে তেমন মাল পাইবে। ভক্ত যাত্রিদল এইরূপে প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়, মুক্তার বদলে শুক্তা পায়, কাঞ্চনের বদলে কাচ পায়।

এ সব কথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়, লেখা ত দূরের কথা। যখন মনে হয়, আমরা ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা চালাইতেছি, হিন্দুগণ ধর্ম্মবণিক হইয়া উঠিয়াছে, তখন আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। পুত্রের অসুখ হইয়াছে, মাতা, দুর্গার নিকট মানসিক করিল,—“মা, অষ্টমীর দিনে তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দিব, যোড়া পাঁটা দিব, পাটের শাড়ী দিব,—মা, ছেলেটীকে আরাম ক’রে দাও।” অর্থাৎ শক্তিরূপিণী জগজ্জননী ভগবতীকে যেন বলা হইল,—

"মা, যৎকিঞ্চিৎ ঘুষ লইয়া, ছেলে ভাল করে দাও।" ইহার নাম পূজা নয়, দেব সেবা নয়—ইহা ব্যবসা। ডাক্তার কবিরাজেও ত দুই একশত টাকা লইবে, তুমি না হয়, মা, কিছু লইয়া পুত্রের রোগ আরাম কর। একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলের বিবাহ। খুব ধুমধাম। নৌকা পথে, নদী বাহিয়া, পুত্র বিবাহ করিতে যাইবে। কিন্তু দৈব বশত সেদিন মেঘ, ঝড়, জল। গৃহস্থ মহা চিন্তিত। বাটীর যিনি গৃহিণী, তিনি একটী মোহর লইয়া গ্রামের শিব-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন, এবং সেই মোহরটী শিবের নিকট রাখিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, —'হে শিব! তোমাকে আমি এই মোহরটা দিলাম, তুমি আজ বাদল থামাইয়া দাও।" এ সব ত অপার ভক্তির কথা। কেবল শিক্ষকের কুশিক্ষার ইহারা বিপথগামী হইয়াছেন, এইমাত্র ইঁহাদের দোষ। কিন্ত এমন অনেক নব্য হিন্দুবাবু আছেন, যাঁহারা নিতান্ত পাষণ্ড। বাবুর পাঁটা খাইবার ইচ্ছা হইল, অমনি কালীর পূজা দিতে পাঁটা পাঠাইয়া দিলেন। কোন বাবু বা একটী পোষাকী বেশ্যা সঙ্গে লইয়া, মদ ও ছাগের সাহচর্য্যে, মা কালীর স্থানে উপনীত হইলেন। কালীক্ষেত্র বাগানবাড়ী হইল। ধর্ম্মক্ষেত্র নরক হইল।

প্রত্যহ লক্ষ মিথ্যা কথা, জাল, জুয়াচুরি, এ সমস্ত কিছুরই বিরাম নাই, অথচ সন্ধ্যার পর একবার মালা লইয়া হরিনাম ঠক্-ঠকান আছে। প্রাতে উঠিয়া, পাপক্ষয়ার্থ

গঙ্গাস্নান আছে, নাকে তিলক ছাপ আছে, সন্ধ্যা আহ্নিক আছে,—সবই আছে, নাই কেবল, সত্য কথা, সরল পথ, সহজ দৃষ্টি। আদালতে অনবরত হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আছে—অথচ পেঁয়াজ রুসুন দেখিলেই তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। যে পিশাচ, যে পশু, সে পেঁয়াজ রুসুনের তর্ক করিবার কে? ব্রাহ্মণ দেখিলে প্রণত হই, বটগাছ, শঙ্খচীল, পুকুরপাড়ে সিন্দুর মাখান নোড়া দেখিলে, ভক্তিভরে গলিয়া যাই,—মুখে সদা হরি হরি বোল বলি, অথচ এদিকে অন্তরে, "কার চুরি করি,—" এই ভাব সতত উদয় হইতেছে। বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, দানসাগর ব্যাপার। বাবু ব্রাহ্মণকুল-পবিবৃত হইয়া, শ্রাদ্ধের মন্ত্র বলিতেছেন। ওদিকে, বাবুর ঠিক পশ্চাতে রূপযৌবন-সম্পন্না ভুবন-মোহিনী কীর্ত্তনী, রাসলীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে, বিলাসিনীর সেই হরিণ-নয়নের বঙ্কিম চাহনি, বিধুমুখের সেই মধুর মধুর মুচ্‌কি হাসি, কম্বু-কণ্ঠীর সেই কোকিল-বিনিন্দিত কমনীয় কূজন, করদ্বয়ের সেই ভাবময়ী ভঙ্গি, নবীন নিতম্বের সেই লীলাময়ী দোলনী, চঞ্চল চরণের সেই মরাল-গঞ্জন বিলাস-বিক্ষেপ,—দর্শকবৃন্দের মন মোহিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার সেই কাঁচুলি-কসনে প্রপীড়িত মনোমোহিনী রাঙা চরণ দুখানি তালে তালে তুলিয়া, ওড়নার বাহারে হৃদয় উড়াইয়া, যখন কোন বিশেষ-দর্শকের কাছে আসিয়া, তান ধরিল,—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥

সই। এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতব বসতি কবিয়া
কখন কি জানি কহে॥

তখন, নটীকে আব কষ্ট কবিতে হইল না, দর্শক অমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া, নিজেব সোণাব চেনটী খুলিয়া তাহাকে উপহার দিলেন। সভায় একটা বাহোবা পডিয়া গেল। ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনিতে সেই অনঙ্গমঞ্জবী কীর্ত্তনী আবেগে আবও ফুলিয়া উঠিল,—আবাব কাঁকাল হেলাইয়া হাত দুলাইয়া গান ধবিল,—

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥

ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥

সই। এ কথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে॥

এ গান শেষ করিয়া নটী আবার ধরিল,—

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥

সভাভূমি নীরব। সকলে তদ্গত-চিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন। ওদিকে যাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ, যিনি ব্রাহ্মণগণ বেষ্টিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তিনিও পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। কালীদাসের শ্লোক সার্থক হইল,—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং
ধাবতি পশ্চাদসংস্থিত চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ
প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

এইত শ্রাদ্ধ ব্যাপার। আর এই তোমার হিন্দুয়ানি। দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা, শ্যামাপূজাতেও ঐরূপ তামসিক কাণ্ড।

আজকাল আবার হিন্দুধর্ম্মের একদল নূতন অভিভাবক জন্মিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মটা তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছে। আহা, পূর্ব্ব পুরুষের সেই বুড়ো ধর্ম্মটা রক্ষায়

না রাখিলে, তাঁহাদের আর মান থাকে কৈ? দেশেরই বা উপকার হয় কৈ এবং নিজেরই বা নাম জাহির হয় কৈ? অতএব, তোল হিন্দুধর্ম্মকে। কিন্তু, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভুবন ভরিয়াছে—আর সেকাল নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মটাকে মাজিয়া, ঘসিয়া, রিপু করিয়া, মিলাইয়া লইতে হইবে। মুর্গি, পেঁয়াজ বাদ দিলে চলিবে না, সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব লইয়া, একটু গোলাপী গোচ নেশা করা চাই। ক্লান্তি দূর এবং মনের স্ফূর্ত্তির জন্য, সভ্যা, শিক্ষিতা বারাঙ্গনাদের ভবনে গেলেও দোষ নাই। টীকি, তিলক, সন্ধ্যা আহ্নিক—কুসংস্কার। পৈতা-গাছটা রাখিলেও হয়, না রাখিলেও হয়। সাকার দেবতা আবশ্যক বটে, কিন্তু আমার মত পণ্ডিত লোকের জন্য নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই উপযুক্ত। আচার ব্যবহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই। সত্যপ্রিয়, সদালাপী, সুভাষী, সন্নীতিপরায়ণ, হিংসাহীন হইলেই হিন্দু হওয়া যায়। মুর্গী-কুল ধ্বংস কর, অথবা পেঁযাজ বংশ নির্ব্বংশ কর—তথাপি তোমার হিন্দুয়ানী ঘুচিবে না। মুখে দুবার হিন্দু হিন্দু বল, আর দুটা সত্য কথা কও তাহা হইলেই তুমি পূরা মাত্রায় হিন্দু। এই দল আপন আপন ইচ্ছামত এক একটা ঈশ্বর গড়িয়া লইতেছেন, যার যেমন সাধ হই-তেছে, তিনি সেইরূপ ভূষণে ঈশ্বরকে ভূষিত করিতেছেন। কাহারও চৈতন্য হইতে বাসনা, কাহারও শ্রীকৃষ্ণের অবতার

হইতে সাধ, কেহবা স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়া আপনাকে ভাবিতেছেন এবং স্বপ্রণীত হিন্দুধর্ম্মটী, জনসমাজে প্রচার জন্য বিবিমত চেষ্টা করিতেছেন।

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী আজকাল হিন্দুধর্ম্মের সমালোচন আরম্ভ করিয়াছেন—মনুর ভুল ধরিতেছেন, সাংখ্যকে নাস্তিক বলিতেছেন, বেদব্যাসকে শিক্ষা-বিভ্রাটগ্রস্ত বলিতেছেন, দুর্ব্বাসাকে পাপী বলিতেছেন, আর বাকি কি? একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলে, জীবনের আট দশ বৎসর ক্ষয় হয়--প্রত্যহ হাড়ভাঙ্গা ৭।৮ ঘণ্টা মেহনত লাগে। বাঙ্গালা ভাষায় দাগা বুলাইতেও ৪।৫ বৎসর যায়। কিন্তু এই অধম সংস্কৃত ভাষা শিখিতে কোন গোল নাই,—সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানটা যেন দৈববিদ্যা। ব্যাকরণের বড় কেহ ধার ধারেন না, ভাষা-পরিচয়ও তথৈবচ। ভরসা, কেবলমাত্র অনুবাদ। সেই অনুবাদমাত্র সম্বল লইয়া, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের মহাশ্রাদ্ধে ব্যাপৃত হন। আর অনুবাদ, অধিকাংশই বিকৃত। সুতরাং ফল অতি বিষময় হয়। ইহাতে দোষ তাঁহাদের নাই,—দোষ যাহা, তাহা, অদৃষ্টের।

হিন্দুধর্ম্মের এ ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ষক কে? এ বিপ্লবময় মহাসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত তরীর কর্ণধার কে? এ কথার কে উত্তর দিবে?

নারদ এবং শুকদেব।

ছেলে বেলায় যাত্রা শুনিয়া বুঝিযাছিলাম, নাবদ মুনি একটা আধ-পাগলা বুড়া বামুন। বুঝিয়াছিলাম, নাবদ এক ঠেঙে, খোঁড়া, ঢেঁকি তাব বাহন। ধাবণা হইয়াছিল, নাবদ দেবতাগণেব দূত, কুটিলবুদ্ধি, পবস্পবেব গোপন-কথা পবস্পরেব নিকট বলা তাহাব অভ্যাস, এবং গণ্ড-গোলের বীজ। পাড়াব কেহ কাহাবও সহিত ঝগড়া করিলে বলিয়া উঠিতাম—"নাবোদ, নাবোদ।" সেই অদ্বি-তীয় প্রতিভাশালী, পবম জ্ঞানী, বিবেকী মহামুনি নারদ, অশিক্ষিতেব হাতে পড়িযা বাঙ্গালায় বড়ই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুকদেবেব আবও দুর্দ্দশা। সে পাগলাটা উলঙ্গ, অঙ্গে ভস্ম মাখে, মেযে ছেলে দেখিলে তাদের সম্মুখ দিযা উলঙ্গ ভাবে, সে হন্ হন্ কবিযা চলিয়া যায়। একবাব একজন কথক ঠাকুব, শুককে লইয়া মহা বঙ্গবস করেন। যাত্রায একবার একটা শুকদেব গোঁসাই দেখি। সেটা পনেব আনা উলঙ্গ। তাব অঙ্গ-ভঙ্গ বঙ্গ দেখিলেই হাসি পায়। পবে অনুসন্ধানে জানিলাম, সে লোকটা সেই দলেব প্রধান সঙদার। সুতরাং শুকদেব প্রায় একঘণ্টা কাল আসবে থাকিযা, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া লোক হাসাইল, বাহোবা পাইল এবং দিগ্বিজয় করিল।

যখন ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় দেদীপ্যমান শুকদেবের এই দুর্দশা, তখন অন্যে পরে কা কথা।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রকারগণ শুকদেবকে এমন বিকৃতভাবে গঠন করেন নাই। সংস্কৃত না জানিয়া, শাস্ত্র না পড়িয়া — কেবল এই স্থূলবুদ্ধির সাহায্যে আমরা দেবচরিত্র অঙ্কিত করিতে চাই। মানুষ গড়িতে পারি না, দেবতা গড়িতে চাই। হেলে ধরিতে পারি না, কেউটে ধরিতে চাই। জোনাকি কায়দা করিতে পারি না, চাঁদ ধরিতে চাই।

শুক কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমাদের অধিক বিদ্যা খরচ করিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা লিখিত আছে, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ কেবল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সে দৃশ্য বড়ই চমৎকার। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে মরণ নিশ্চয় জানিয়া, গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রায়োপবেশন স্থির করিয়া, কেবল হরির পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যত পণ্ডিত, যত মুনি, যত ঋষি, সকলেই সেই সাধু পরীক্ষিৎ সমীপে সমাগত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, সুবাহু, দেবল, ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্‌লাদ, মৈত্রেয়, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, মহর্ষি এবং রাজর্ষিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া, উপ-

যুক্ত স্থানে বসাইয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

"বিপ্রগণ। এক্ষণে আপনাদিগকে এক জিজ্ঞাস্য কথা জিজ্ঞাসা করি, সকল অবস্থায়, বিশেষত মৃত্যুদশায় পতিত হইয়া মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে পাপশূন্য ভাবিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে? আপনারা পণ্ডিত, অতএব বিচার করিয়া আমাকে ইহার প্রত্যুত্তর দান করুন। ঋষিগণ রাজার এই প্রশ্নে যাগ, যোগ, তপস্যা ও দান লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ব্যাসনন্দন শুক যদৃচ্ছা ক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ছিল না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত না। কিন্তু মুনিগণ দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। হস্ত, পদ, ঊরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র অতি সুকোমল। লোচন দীর্ঘ ও মনোহর। কর্ণ-যুগল অতিশয় খর্ব্ব বা দীর্ঘ নহে। বদন কমনীয় ভ্রূযুগলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কর্ণের গঠন শঙ্খের ন্যায় সুন্দর। তাহার

নিম্নস্থ অস্থিরয় মাংসে আবৃত। বক্ষঃস্থল বিশাল এবং উন্নত। নাভি আবর্ত্তের ন্যায় অতি গভীর। উদর নিম্ন-বাহিনী রোম-রেখায় সুশোভিত। বেশ দিগম্বর। আকুঞ্চিত কেশকলাপ মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। শরীর হইতে দেবদেব বিষ্ণুর ন্যায় আভা নির্গত হইতেছে। কান্তির শ্যামল পূর্ণ যৌবনের শোভা এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা কামিনীদিগের মন কাড়িয়া লইতেছেন। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া ঋষিরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, সুতরাং দর্শনমাত্রই আসন হইতে উত্থান করিলেন। বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া, আপনার মস্তক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া যে স অবোধ মহিলা ও বালকগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল। তখন শুক পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি তেজে সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, অতএব ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত রাজা তাঁহার স্মরণশক্তিকে অকুণ্ঠিত বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে গিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া করপুটে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, অহো,

আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য সাধুদিগের উপাস্ত হইলাম। কারণ আপনারা অতিথি হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন। ব্রহ্মণ্! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে গৃহীদিগের আশ্রম শুদ্ধ হয়, দর্শন, স্পর্শন, এবং পাদধৌতাদির কথা আর কি বলিব? হে মহাযোগিন্! যেমন বিষ্ণুর দর্শনে অসুরগণ নাশ পায়, সেইরূপ আপনাকে দেখিবামাত্রই মনুষ্যের মহাপাতকও ধ্বংস হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনিই কি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রিয় পৈতৃস্বস্রেয়দিগের তর নিমিত্ত অদ্য আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? তাহা না হইলে, এমন মরণ সময়ে আমরা কিরূপে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি? আপনি সিদ্ধপুরুষ। আপনার গতি জানা যায় না। আপনি সেই ভগবানের কৃপায়ই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছেন, যে, আমি আপনাকে অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করি। আপনি যোগীদিগের পরম গুরুও বটেন, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য মরণ-কালে কি কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে? কোন্ কার্য্যই বা তাহাদিগের কর্ত্তব্য? প্রভো! মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ করা, জপ করা, অনুষ্ঠান করা, স্মরণ করা এবং ভজনা করা বা না করা উচিত? আপনি তাহার উপদেশ করুন। ব্রহ্মণ্! আমি নিশ্চয় জানি, যে সময়ের মধ্যে একটী

গাভী দোহন করা যায়, আপনারা ততক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করেন না। সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ স্নিগ্ধবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস-নন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন।”

পাঠক শুকের মর্য্যাদা বুঝিলেন কি? শুকদেব আমাদের চর্ম্মচক্ষে অসভ্য বটেন, উলঙ্গ বটেন, পাগল বটেন,—কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা জানেন শুক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত, বিবেকী এবং ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ। শুক, মায়ায় আবদ্ধ নহেন, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, ভেদ-জ্ঞান নাই। আমরা নিতান্ত মন্দভাগ্য, অধম, অজ্ঞান,—তাই শুকদেব-চরিত্র লইয়া ভাঁড়াম করি, রঙ্গরস করি।

ষণ্ডামর্ক।

আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, ষণ্ডামর্কের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। গ্রামে যাত্রা হইতেছে, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। অধিকারী গুণী বলিয়া বিখ্যাত। দল খুব চায়েন। পালা—প্রহ্লাদ চরিত্র। রাজা হিরণ্যকশিপু, পুত্র প্রহ্লাদকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। ওদিকে প্রহ্লাদের গুরুদ্বয় ভয়ে বাটীর বাহির হইতে সাহসী হইলেন না। রাজাজ্ঞায় দুইজন দৈত্য গিয়া ষণ্ডামর্ককে বাঁধিয়া লইয়া আসরে হাজির করিল, ষণ্ডামর্ক আসরে আসিয়া বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন। যিনি "ষণ্ড", তিনি ষাঁড়ের মত চেঁচাইলেন, যিনি "অমর্ক" তিনি বানরের মত উপ্ উপ্ করিলেন। যাত্রা ভারি জমিয়া গেল, শেষে ঐ দুইজন নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিলেন,—

আমরা শুক্কুর গুরুর দুটী পুত।
একটী দানা, একটী ভূত॥
ষণ্ড চরে মাঠে মাঠে, কচি ঘাস খায়গো খুঁটে,
হুমকী দিলে বৌঝী ছুটে—আগো বড়ই অদ্ভুত।
মর্ক বেড়ায় ডালে ডালে, পেটটী ভরায় ফলেফুলে,
ছেলেপিলে এক্‌লা পেলে, আঁচলধরে লাড়ু খলে,
খায়গো চোরা মজপুত॥

দেশ তখন তত সভ্য হয় নাই, 'অ্যাঁকোব" অথবা "এন্‌-কোব" ছিল না। সুতবাং কেবল সাবাস্‌ সাবাস্‌ ধ্বনিতে মজলিস মাৎ হইয়া গেল—ষণ্ডামর্ক ঐ গানটী চাবিবাব গাহিলেন। যাত্রাবদল ত পব দিনই ফুবাণ পাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু ঐ গানটী গ্রামবাসীব হৃদযে জাগরূক বহিল। যখন তখন, যেখানে সেখানে, যে-সে ঐ গান গাহিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, ষণ্ডকে ষাঁড এবং অমর্ককে বানব বুঝিল।

তাব পব, কথক ঠাকুবেব মুখে ষণ্ডামর্কেব কথা শুনি। সে বেশ কথা। গুরুদ্বয় ক্ষীন, দীন, মলিন, অনাথ,—উদবে অন্ন নাই, পবণে ভাল কাপড নাই, পাণ্ডিত্য নাই, বাজভযে বাপুরুষবৎ কেবল থব থব কম্পিত।

তাব পব, বামবসাযণে ষণ্ডামর্কেব কথা পডি। বঘু-নন্দন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

এত কহি সেই দৈত্য-যাজক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদেব প্রতি কবে তর্জ্জন তাডন॥
ইহা যোগ্য বটে তাবা হয ষণ্ডামর্ক।
থাকিবেক কেন তাহে বিবেক সম্পর্ক॥
শুক্রাচার্য্য অতিশয় বিবেচক হন।
যোগ্য নাম থুয়েছেন কবি বিবেচন॥
ষণ্ডপদে বৃষ কহে সেহ পশু শ্রেষ্ঠ।
তাহার সমান জ্ঞানী তেই ষণ্ড জ্যেষ্ঠ॥

মর্কপদে কপি নঞে সদৃশার্থ কয়।
অতএব অমর্ক বানব তুল্য হয়॥
উত্তবাকাণ্ড ৯১১ পৃষ্ঠা।

অবশেষে বঙ্গভূমে—থিযেটাবে প্রহ্লাদচবিত্র অভিনীত হইতে দেখিলাম। ষণ্ডামর্ক দুটা, বাদব কি বনমানুষ, তাগর কিছুই ঠিক কবিতে পাবিলাম না। মনে কষ্ট হইল, দুঃখ হইল, চোথে জল আসিল। ভাবিলাম, পবিত্র প্রহ্লাদ-চবিত্র আজ কলঙ্কিত হইল। ভক্তিবসে নিদারুণ হাস্তবস মিশিয়া, এক অনির্ব্বচনীয় বীভৎসবসেব সৃষ্টি হইয়াছে।

থিয়টবে ষণ্ডামর্ককে কি প্রণালীতে অঙ্কিত হইযাছেন, প্রথমত তাহা দেখাইব।

বঙ্গভূমে

ষণ্ড ও অমর্কের প্রবেশ।

ষণ্ডামর্ক। জয়োহস্তু।

ষণ্ড। মহাবাজ। আজ কনিষ্ঠ রাজকুমাবের হাতে খড়ি দেওয়ার ইচ্ছা কবেছেন না কি?

হিবণ্য। হাঁ গুরুপুত্র।

ষণ্ড। ভাল ভাল, আজ বড শুভদিন, এমন দিন আব হ'বে না, তা হয়নি তো পরের কথা। পাঁজিতে লিখেছে—আজ ছেলেব হাতে দিলে খড়ি, হয়, হাতে র'বে পাঁচন-বাড়ি, নয়, হাতে হ'বে খুব টাকা কড়ি।

অর্থাৎ হয়, ছেলে রাখাল হ'বে, নয়, ধনশালী ভূপাল—ভূপাল। তবে আপনার কল্যাণে আর আমাদের মত গুরুর হস্তে ছেলে রাখাল—ওঁ বিষ্ণুঃ—উহুঁ ওঁ শিবঃ—ভূপাল ভূপাল -নিশ্চয় ভূপাল।

হিরণ্য। আমার গুরুদেব এবং আপনাদের পিতৃদেব শুক্রাচার্য্য কবে তপস্তায় গিয়াছেন ?

ষণ্ড। ঠিক আমার স্মরণ হ'চ্চে না। (অমর্কের প্রতি) —ভায়া! তোমার মনে আছে ?

অমর্ক। আছে আছে, আমার শিবস্তোত্র পুঁথির এক কোণে লেখা আছে। কল্য বল্‌বো, মহারাজ। তা'র আর চিন্তা কি ? তবে আবার তঁ'াকে কেন ?

হিরণ্য। তিনি আপনাদের পিতা, আমার কুল পুরোহিত, তঁ'ার দ্বারা প্রহ্লাদের বিদ্যারম্ভ—

ষণ্ড। একই কথা,—কেন না তিনি পিতা—আমরা পুত্র, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"। চিন্তা কি ? আমাদের হ'তেই কার্য্যসিদ্ধি হ'বে—প্রহ্লাদের সিদ্ধিরস্তু হ'বে - আঁচড়ে 'ক' হবে বেগুনে 'চ' হবে—শেষ হল্‌হলে 'হ' হ'বে -সব হ'বে।

হিরণ্য। (স্বগত)—অমন মহাপণ্ডিতের এমন অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্রও হয়। উপযুক্ত পুত্র বটে, এই জন্যই শুক্রা-চার্য্য নাম রেখেছেন -'ষণ্ড' = ষাঁড, আর 'অমর্ক' = কি না বানরের চেয়েও বানর। কি করি, অদ্য দিন ভাল, কাজেই এদের দ্বারা নিয়ম রক্ষা করি। পরে তিনি এলে

তখন যথাবিহিত বিদ্যা শিক্ষা হ'বে। (প্রকাশ্যে) তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

অমর্ক। অবিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি। কনিষ্ঠ রাজকুমার কোথা?

হিরণ্য। দাসী আন্‌তে গিয়াছে।

অমর্ক। এমনি অস্‌বেন বোধ হয়?

হিরণ্য। হাঁ।

ষণ্ড। তা তো হলো, এখন গুরুদক্ষিণাটার ব্যবস্থা—

হিরণ্য। তা'র চিন্তা কি? আমার অপর তিন পুত্রের বিদ্যারম্ভের দক্ষিণার চেয়েও বাহুল্যরূপে আয়োজন

ষণ্ড। ভাল ভাল—জয় হোক, প্রহ্লাদ তিন গুণ বিদ্বান্ হোক। আহা, বড় সন্তুষ্ট হ'লাম, এতেও যদি সন্তুষ্ট না হই তো হ'ব কিসে? কারণ শাস্ত্রে লিখ্‌চে—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"—

অমর্ক। "সন্তুষ্টা ইব পর্থিবাঃ।"

দাসীর সহিত প্রহ্লাদের পুনঃ প্রবেশ।

হিরণ্য। প্রহ্লাদ। গুরুপুত্র দোঁহে কর রে প্রণাম। আপনারা প্রহ্লাদকে দিয়ে যান। আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

ষণ্ড। ও দাসী; তুই যা, দেখ্ দক্ষিণের কত দূর কি?

(দাসীর প্রস্থান।)

(প্রহ্লাদের প্রতি)—কি বল্‌চ, বাপু?

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

ষণ্ড। খুব লেখা পড়া শেখো, বাবা আমার। কারণ 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।'

অমর্ক। আঃ, ও কথা বল কেন দাদা? বল, "লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে, খেলা কবিবে মরিবে দুঃখে।"

ষণ্ড। দূর পাগল, ও কথা ব'লে কি ছেলে লেখা-পড়া শেখে?

অমর্ক। (বিকৃতমুখে)—আহা-হা। দাদা, তোমার কি বুদ্ধি, বাবা। তুমি নেহাত মুক্ষুর ডিম্‌।

ষণ্ড। (বিকৃতমুখে)—তুই যে আবাব তার চেয়ে এক কাঠি বেশী—নিবেট মুক্ষুব বাচ্চা।

অমর্ক। যাও যাও—বোঝা গেছে—মিচে ফ্যাঁচ্‌ ফ্যাঁচ্‌ কোরোনা—যাও।

ষণ্ড। (শান্ত হইয়া)—আচ্ছা, আমি একে নিয়ে যাচ্চি তুই গুরুদক্ষিণেব ভারীকে সঙ্গে আন্‌। দেখিস্‌, ভাই, ভারী ব্যাটাকে চোকের আড়াল করিস্‌নি। তা হ'লেই বুঝেছিস্‌ তো?—

অমর্ক। (সহাস্যে)—ওঃ—তা খুব বুঝি।

ষণ্ড। (সহাস্যে)—আচ্ছা, কি বল্‌ দেখি?

অমর্ক। ভারী ব্যাটা ফুস্‌ মন্তরের চোটে ভরা ঝোড়া খালি ক'রে বস্‌বে!

ষণ্ড। তবে কে বলে ভায়ার বুদ্ধি নেই।

অমর্ক। তবু, দাদা তোমার চেয়ে নয়।

ষণ্ড। (সহাস্থে)—হাজার হোক্, আমি দাদা—তুই ভাই।"

এই কথোপকথনে কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম, ষণ্ড এবং অমর্ক নিবেট মূর্খ, একটু ছিটগ্রস্ত, লোভী, দুরাশায়, অসভ্যতা, অভব্যতা আছে, দাদাকে বাবা বলাও আছে। আবাব তৃতীয় দৃশ্যে ষণ্ডামর্কেব পাঠশালা দেখুন, তাহাতেও বীভৎসরস আছে। আব হবদম দাদাকে বাবা বলা আছে। এ নীচতায় যে, কি রসিকতা হয় তাহাও বুঝি না। চতুর্থ দৃশ্যে বাজসভায় রাজসমীপে ষণ্ডামর্ক সংস্কৃত বিদ্যাব এইরূপ পবিচয় দিয়াছেন,—

হিবণ্য। ত্রিবর্গ-সাধন-সূত্র অধ্যাপিত করেছ কি প্রহ্লাদের?

ষণ্ড। না, মহারাজ, এখনো অতদুব হয় নি।

হিরণ্য। কেন?

ষণ্ড। "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।"

অমর্ক। (স্বগত)—দাদা, ফক্ ক'বে একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়লে, হয় তো খাসা বিদেয় পা'বে, আর আমাব বেলা বুঝি নব-ডঙ্কা? না বাবা, তা হবে না, আমিও একটা ঝাড়ি।

(ষণ্ডের প্রতি) কি শ্লোকটা বল্লে দাদা ?

ষণ্ড। "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।"

(হস্তে তাল দিতে দিতে)—

অমর্ক। শনৈঃ তন্তা, শনৈঃ ধিন্তা, তাধিন্ধিন্তা তরকটতাং।

হিরণ্য। (সহাস্যে)—কনিষ্ঠ গুরুপুত্রের কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা।

অমর্ক। ভবৎ প্রসাদাৎ—ভবৎ প্রসাদাৎ।

আর অধিক পরিচয় দিবার স্থান নাই। ইহাতেই মোটামুটী ষণ্ডামর্ক-চরিত্র বুঝিতে পারিলাম। সেই মহা-তেজস্বী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার বিতিকিচ্ছি-আঁটকুড়ির পুত গোছ হইল কেন ? এ কথার কোথাও মীমাংসা নাই। ভক্তি-রসে সঙ-রস মিশিলে এক "অদ্ভুত-রস" তৈয়ার হয। ক্ষীরের সহিত মাছের ঝোল মিশিলে, এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন হয়। কর্ম্মটা বড়ই কুকর্ম্ম হইয়াছে। মুনি, ঋষি, আচার্য্য গুরুর এরূপ অধঃপতনে সমাজের বড়ই অমঙ্গল আছে। যদি দেবতাকে বাঁদর দেখি,—তাহা হইলে দেবতায় ভক্তি সমূলে লোপ পায়।

এক্ষণে দেখাইব, ষণ্ডামর্ক সঙ নহেন, বাঁদর নহেন, বনমানুষ নহেন। তাঁহারা পরম জ্ঞানী এবং পণ্ডিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ-চরিত্রের কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটী গ্রন্থই প্রহ্লাদ চরিত্রের মূল,—এই মূল ভাঙ্গিয়া, আমরা বাঙ্গালা

কাব্য নাটক লিখিতে গিয়া প্রহ্লাদ-চরিত্রকে বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে ষণ্ডামর্ক সম্বন্ধে কি লিখিত আছে দেখুন,—

"নারদ কহিলেন, নরনাথ! অসুরেরা ভগবান্ শুক্রকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে বরণ করিয়াছিল। তন্নিবন্ধন, ষণ্ডামর্ক নামে তাঁহার দুইটী পুত্র, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু গৃহসমীপে বাস করিতেন। দৈত্যরাজ নীতিকোবিদ্ প্রহ্লাদকে বাল্য-কালে তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়াছিল। তাঁহারা প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য অসুর বালকগণকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। গুরুগৃহে গুরু যাহা উপদেশ দিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শুনিতেন এবং শ্রবণানন্তর অবিকল পাঠ করিতেন, কিন্তু ঐ সমস্ত উপদেশ "এই আত্মীয়, এই পর" এতদ্রূপ মিথ্যাভিনিবেশে পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে মনে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

"নারদ কহিলেন, মহামতি প্রহ্লাদ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলে, সুদান রাজসেবক (প্রহ্লাদ শিক্ষক) ক্রোধা নলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধ বশত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল। অরে শীঘ্র বেত আন-য়ন কর, এ পাষণ্ড আমাদের অযশঃ-কীর্ত্তন করিতেছে, সমাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে চতুর্থ উপায় দণ্ডই এ দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের পক্ষে শাস্ত্র বিহিত। (কি আক্ষেপের বিষয়!) দানবরূপ চন্দন-কাননে এই পাষণ্ড কণ্টক বৃক্ষ-

স্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে, ঐ বনের উন্মূলন বিষয়ে বিষ্ণু পরশু অর্থাৎ কুঠারস্বরূপ, এই অর্ভক্ তাহার নাল অর্থাৎ দণ্ডস্বরূপ। পাণ্ডবনাথ। রাজসেবক এইরূপ তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায় দ্বারা প্রহ্লাদকে ভয়প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের উপপাদক যে শাস্ত্র, তাহা অধ্যয়ন করাইলেন।"

ভাগবত হইতে ঐ উদ্ধৃত অংশদ্বয় পাঠে কি বুঝিলাম? ষণ্ডামর্ক দণ্ডনীতি শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ। ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের উপপাদক যে শাস্ত্র, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। প্রহ্লাদ যখন কিছুতেই বিষ্ণু কথা ভুলিলেন না, তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ঘোরতর চিন্তায় ম্লান হইয়া উঠিলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন,—

"অনন্তর শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামর্ক দৈত্যরাজকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, নাথ। আপনি একাকী হইয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। আপনকার ভ্রুভঙ্গীদ্বারাই সমস্ত লোকপাল নিরস্ত হয়। আপনকার চিন্তার বিষয় কিছুই ত দেখি না। প্রহ্লাদের আচরণ জন্য চিন্তিত হইবেন না, সে বালক, শিশুদিগের আচরণ কখনও গুণ বা দোষের আস্পদ নহে। তথাপি যাবৎ আপনকার গুরু শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, তাবৎকাল বরুণ-পাশদ্বারা প্রহ্লাদকে বন্ধন করিয়া রাখুন যে, ভীত হইয়া পলায়ন করিতে না পারে। প্রভো! বয়

বা আর্য্যসেবা দ্বারা পুরুষদিগের বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হয়। দৈত্যপতি তথাস্তু বলিয়া গুরুপুত্রদিগের উপদেশ অনুমোদন করিল এবং কহিল, আপনারা ইহাকে গৃহাশ্রমী রাজার ধর্ম্ম উপদেশ করুন।"

"অনন্তর, ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম অর্থ কাম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদও প্রশ্রিত ও অবনত হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম যথানিয়মে অধিত হইলেও বিষয়বাসনা-নিরত গুরু কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার চিত্তে সাধু বোধ হইল না।"

পাঠক। এইবার বিষ্ণুপুরাণ দেখুন,—ষণ্ডামর্ক সঙ সাজেন নাই,—

"পরাশর কহিলেন, অনন্তর পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত বাগ্মী মহাত্মা ষণ্ডামর্ক প্রভৃতি ভার্গবতনয়গণ দৈত্যরাজকে স্তব করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্। আপনি যখন দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখনও আপনার ক্রোধ সফল হইয়াছে, অতএব আপনকার এই পুত্রটী কনিষ্ঠ বালক ও ঔরসসন্তান, সুতরাং আপনি ইহার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করুন। রাজন্। আমরা (যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়া) এই বালককে এরূপ সুশিক্ষিত করিব যে, (ভবিষ্যৎকালে) এই বালকই বিনীত হইয়া আপনকার শত্রুবংশ ধ্বংস করিতে থাকিবে। দৈত্য-

রাজ। যখন দেখা যাইতেছে যে, বালকতা সকল দোষেরই আস্পদ, তখন এই শিশুটীর প্রতি, সাতিশয় ক্রোধান্বিত হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। এই বালক, আমাদের কথানুসারে যদি দৈত্যারি বিষ্ণুর পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আমরা ইহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার করিব। আমাদের সেই অভিচার মন্ত্র কিছুতেই বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। কেহ কেহ বলেন, নাটক নবেল লিখিতে হইলে, পৌরাণিক চরিত্র একটু বিকৃত ভাবে না গড়িলে চলে না। এ কথা বড়ই ভ্রমাত্মক। মহাভারতীয় শকুন্তলা আঁকিতে গিয়াও কালিদাসের হাত কাঁপিয়াছে। বেদব্যাসের সেই তেজস্বিনী শকুন্তলাকে, কালিদাস নিতান্ত মৃদুমধুর-হাসিনী সলজ্জ, সজলনয়না করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সত্যব্রত, রাবণ-দমন রামচন্দ্র, মহাকবি ভবভূতির হাতে পড়িয়া উত্তররামচরিতেও বড়ই নবীন, নধর, কোমল হইয়াছেন। তাই বলি, পৌরাণিক চিত্র আঁকা অতি কঠিন কর্ম্ম। যাঁহারা দেব, মুনি, ঋষি, রাজর্ষির চরিত্র এইরূপে কলঙ্কিত করেন, তাঁহাদের পাপ বড়ই গুরুতর।

ব্রাহ্মণ।

—•—

একদিন একজন "শিক্ষিত যুবক" প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন—, "গলায় পৈতা দিলেই কি বামুন হয়?" আমি বলিলাম, "যে ব্রাহ্মণ, তার গলায় ত পৈতা থাকিবেই।"

যুবক বলিলেন, "আমি ওকথা জিজ্ঞাসি নাই। আমার বক্তব্য এই,—এই দেখুন, যাহারা গলায় পৈতা দিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, চাটুর্য্যে, মুখুর্য্যে উপাধি ধারণ করে—অথচ এদিকে পশুবৎ আচরণ করে, শূদ্রের হুঁকা ধরিয়া টানে, বেশ্যা বাড়ী পূজা করে, বেশ্যার দান গ্রহণ করে, মদমাংস খায়, অথবা দোকানে বসিয়া মদমাস বেচে, সায়ং সন্ধ্যাবিহীন,—কেবল গলায় পৈতা আছে বলিয়া কি, তাহাদিগকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব? না, দূর হইতে দেখিলে, সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণাম করিব? না, তার চরণামৃত পান করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাইব? আমি শূদ্র বটি কিন্তু আমি ঐ নরপশুবৎ ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করিতে পারিব না,—আর ঐ সমল-ফাটা পায়ের ধূলামিশ্রিত জলও পান করিব না, ইহাতে আপনি আমাকে হিন্দু বলিতে হয় বলুন, খৃষ্টান বলিতে হয়, বলুন, মহাপাপী বলিয়া সম্বোধন করুন,—কিছুতেই আপত্তি করিব না।"

আমি বলিলাম,—"হঠাৎ কোন বিষয়ে এরূপ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিবেন না। পড়ুন, বুঝুন, ভাবুন, শিখুন,। একটী কথা আগে শুনুন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে, ব্রাহ্মণ কখন তাঁহার নিকট প্রণত হইতে বলেন না। শূদ্র যে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন, তাহা ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নহে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষতি বা লাঘব কিছুই নাই। ব্রাহ্মণকে সম্মান বা প্রণাম করিয়া যা কিছু লাভ বা উপকার, তাহা শূদ্রের নিজের। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল না বলিয়া, ব্রাহ্মণ যদি আপন গৌরব হানি হইল মনে করেন, তবে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহেন। ব্রাহ্মণ, গৌরব-সম্মানের অতীত। ব্রাহ্মণের পদধৌত জল আপনি নাই বা পান করিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের আসিয়া যায় কি? তবে এ কথা শতবার স্বীকার্য্য, ব্রাহ্মণকুল জীবনীশক্তি হারাইয়াছেন। অনেকের দশা এমন হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। এসম্বন্ধে আমি আপনার কোন কথারই বিরোধী নহি। পোড়া উদরের জন্য ব্রাহ্মণ এখন বিব্রত। আজ মুচির বাড়িতে লুচি পেলেও ব্রাহ্মণ ছাড়েন না। চাঁদা লইবার দোরায়্যই বা কত। কাঙ্গালি, ভাটের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদায়ের জন্য ঝগড়া করে। ব্রাহ্মণের সেই ব্রহ্মতেজ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহাবীর আলেকজন্দার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু

ব্রাহ্মণ-বিজয় করিতে সক্ষম হন নাই। আলেকজন্দার ভারত-বর্ষ জয় করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে, ভারতে থাকিয়া বিজয়-বিলাস সম্ভোগ করিতেছেন, এমন সময় তিনি শুনিলেন, দণ্ডাচার্য্য নামে একজন পরমজ্ঞানী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অদূর-বর্ত্তী আশ্রমে বাস করেন। সাধারণত রাজাদের এই ইচ্ছা, পণ্ডিতকুল তাঁহাদের অনুগত থাকে, রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া, সভার শোভা বাড়ায়। আলেকজন্দার দণ্ডকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গ্রীকপণ্ডিত অনেসিক্রেণ্টিস, দণ্ডকে আহ্বান করিতে যাইয়া এইরূপ রাজাজ্ঞা জানাইল, "হে দণ্ড। আপনি রাজসকাশে উপস্থিত হইলে, অপার পারি-তোষিক দানে রাজা আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। যদি না যান, তবে আপনার মস্তক ছেদন হইবে।"

দণ্ড উত্তর দিলেন, "আলেকজন্দারকে বল, ব্রাহ্মণেরা সম্পত্তি চাহে না, মৃত্যুকেও ভয় করে না। আলেকজান্দারের নিকট এমন কিছুই নাই যাহার জন্য আমি লোলুপ। কিন্তু রাজার যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে, তবে তিনি আমার নিকট আসিতে পারেন।" আজ ব্রাহ্মণের সে তেজ আছে কি?

এখন যদি বাঙ্গালার ছোটলাট কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বলিয়া পাঠান,—"আপনি একবার আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবেন,—কিছু পারিতোষিক পাইবেন।" আর কি রক্ষা আছে? ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিবেন,—"আঃ বাঁচিলাম,

হাতে চাঁদ পাইলাম, বুঝি আমাব একাদশ বৃহস্পতির দশা উপস্থিত।" তাবপব তিনি ছোটলাটের নিকট গিয়া সেলামেব উপর সেলাম বৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবাব উপক্রম কবিবেন। এইত ব্রাহ্মণেব অবস্থা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—শূদ্র, নিষাদ, পশু ম্লেচ্ছ, চণ্ডালজাতীয় ব্রাহ্মণেরই আজ বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আজ ব্রাহ্মণ বাউর্চি, ব্রাহ্মণ ফেবিওয়ালা।

শিক্ষিত যুবক জিজ্ঞাসিলেন, "চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ কিরূপ?"

আমি বলিলাম—"চোখেব উপব যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সতত দেখিতেছেন—তাহার পনেব আনা উনিশ গণ্ডা ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণধর্ম্ম'ত লুপ্তপ্রায়। তাল পুকুবেব নামটা আছে, তাল গাছ নাই বলিলেই হয়।"

যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—"শাস্ত্রে কি সত্য সত্যই চণ্ডাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণেব কথা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বৈ কি? যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতে হইবে? এ সম্বন্ধে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আজ আপনাকে কতক বলি শুনুন,—

"যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণে বিভক্ত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে,

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতা।

স্ব স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রসারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা ও স্নান, প্রণব ও গায়ত্র্যাদির অর্থ ভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার ও বিশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেব ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রোমুনিরুচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথম বচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষত শাক, পত্র, ফল, মূলাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করত বানপ্রস্থ্য গ্রহণ করেন, এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে মুনি-ব্রাহ্মণ বলা যায়।

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

যিনি প্রথমোক্ত "দেব-ব্রাহ্মণের" লক্ষণযুক্ত হইয়া, স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ মোক্ষকামনায় আত্ম-

পাতা মুড়িবেন না।

তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি "ব্রাহ্মণ দ্বিজ" নামে অভিহিত হয়েন।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে।

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া আহত প্রত্যাহত করেন, বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্ম্মানুষ্ঠান করত কৃষি-কর্ম্মে রত থাকেন, গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন, তাঁহাকে "বৈশ্য ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

লাক্ষালবণসংমিশ্রং কুসুম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়নবান্ এবং লাক্ষালবণ সংমিশ্র বস্ত্র, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্র ব্রাহ্মণ" কহা যায়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন বিশিষ্ট হইয়া, চৌর,

(বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহে প্রকাশ করত সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু, যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে) তস্কর, (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদি গ্রহণ-তৎপর ও প্রবঞ্চক) সূচক (পিশুনতা সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত) দংশক (পরাপকারী) মৎস্য মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদ-ব্রাহ্মণ" বলে।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপ দ্বারা "পশু ব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়েন।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসুচ।
নিঃশঙ্কং বোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থ বিহীন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ অথচ পর কর্ত্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে তাহাকে "ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ" বলে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার

বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর, তাহাকে “ চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ ” কহা যায়।

এখন বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? তাই বলি, না বুঝিয়া না জানিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিবেন না। হিন্দুর শাস্ত্রের মত এমন উদার, অপক্ষপাতী শাস্ত্র আছে কি?

দুঃখ এই, কলির প্রাদুর্ভাবে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম একরকম লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আপন অস্তিত্ব হারাইয়াছে। আজ ঘরে ঘরে চাণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ বিচরণ করিতেছে। রক্ষক কে, উদ্ধারকর্ত্তা কে? এই একটানা স্রোত আর কতদিন বহিবে?

শিক্ষিত বাবু প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, “তবে কি আমি ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিব না?”

উত্তর। সে তোমার ভক্তি প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। আম গাছ কখন আমড়া গাছ হয না। আম গাছের আম টক হইতে পারে, আম গাছ বাজা হইতে পারে, কিন্তু আম গাছ, আম গাছই থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থাকিবেন। তোমার এখন যেরূপ প্রবৃত্তি মতি গতি, সেই ভাবেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে। তাহাতে বাধা দিবে কে? কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি,— তোমার কর্ত্তব্য কাজ তুমি নিজে করিবে। আত্মশ্লাঘা বশত অভিভূত হইও না।

জাল রাজনীতি।

—*—

বাঙ্গালীর রাজনীতি অর্থে গলাবাজী, আন্দোলন অর্থে লম্ফঝম্ফ, স্বদেশভক্তি অর্থে ইংরেজকে বেছুট গালাগালি।

আজকাল কয়েকটী বিশ্ব-প্রেমিক "শিক্ষিত" বাবু, বঙ্গের দুই চারিটী স্থানে, রাজনৈতিক ধুলাখেলা,—বিকট চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মনের ভাব কি, তা জানি না,—তবে বঙ্গভঙ্গ, কাজকর্ম্ম দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের প্রলাপ উক্তি।

কেহ কেহ বলেন, "তাহা নহে, ভারতউদ্ধারই ইহাঁদের জীবনের ব্রত।" কেহ বলেন, "আন্দোলন-ব্রহ্মাগ্নির দ্বারা ইংরেজকে বিভীষিকা দেখাইয়া, ভারতবাসীর স্বত্বসাব্যস্ত করাই ইহাঁদের চিরসঙ্কল্প।" কেহ বলেন, "ইহারা লোক-যশঃপ্রার্থী, লোকসমাজে কিসে যে, ইহাঁরা বঙ্গীয়-ম্যাট্‌সিনি নামে অভিহিত হন, ইহাই উদ্দেশ্য।" কেহ বলেন, "এ সমস্তই ভুল, এই কথাটীই সার,—রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন, ক্রমশ ইংরেজরাজ ইহাঁদিগকে এক একটী জীবন্ত বঙ্গীয় বাঘ মনে করিতে থাকিবেন, অবশেষে ভয়ে ভীত হইয়া, ইংরেজ ইহাঁদিগকে লাটকাউন্সিলের মেম্বর পদ, না হয়,

অনবারি-ম্যাজিষ্টরের পদ দিবেন। তখন ভবধামের মোক্ষ-পদ পাইয়া, বিশ্ব-প্রেমিকগণ কেবল সুখসাগরে সাঁতার দিতে থাকিবেন।”

এইত, নানা জনে নানা কথা কয়। এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা সুধীগণ আপনাপন মনে মনে বুঝিবেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, “এই দুই তিন মাস মধ্যে হঠাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন বঙ্গীয়-গগনে এতটা ব্যাপিয়া পড়িল কেন? এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে আমরা সম্যক্‌রূপে সমর্থ হই নাই। কিন্তু কোন পরিচিত লোকের মুখে এ বিষয়ে যেরূপ শুনিলাম, তাহাই এখানে লিখিত হইল। প্রায় চারি মাস হইল, কয়েকটী বিজ্ঞ বহুদর্শী লোকের যত্নে ঝিকরাগাছায় প্রজা-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে সভায়, সে যজ্ঞে, শিবের সমাদরে নিমন্ত্রণ হয় নাই, অথবা নিমন্ত্রিত হইয়াও অভিমান ভঙ্গ-ভয়ে, মহাদেব তথায় গমন করেন নাই। শিব অভাবে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল দেখিয়া, চণ্ডরাজ ধূর্জটীর ক্রোধের আর সীমা রহিল না। “আজ সৃষ্টি সংহার করিব, পৃথিবী অতলতলে ডুবাইব,—এক মাসে একাকী আমি শত শত সভা করিব, সমগ্র জগৎ আমার ক্ষমতা দেখুক”,—এই বলিয়া ভবানী-পতি ভূতভাবন ভগবান মল্লবেশে বঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তারপর, বঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল।

আন্দোলনের ইতিহাস যাহাই হউক, সভাসমিতিতেও যে সকল ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গমনাগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেই নিরপরাধ। তাঁহারা ভাল ভাবেই সভায় যান, কিন্তু কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হন, কেহ বা উপরোধ অনুরোধে, খাতিরে জেদে, পীড়াপীড়ি বশত সভাস্থ হয়েন। এইরূপ কোন এক সভায় একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী উপস্থিত ছিলেন। একজন বক্তা সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া, বঙ্গের জমীদারদলকে প্রথমত আঝাড়া গালাগালি দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতান্তে, সেই ভূম্যধিকারী দলপতিকে বলিলেন, "আমাদিগকে অপমান করিবার জন্যই কি এত সাদর সম্ভাষণ সম্মানপূর্ব্বক ডাকিয়া আনা হইয়াছিল?"

আন্দোলনে কি হয়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। ইহাতে রাতারাতি একেবারে ভাবতমাতা বড়মানুষ হয়েন। সর্ব্বরূপ চরম উন্নতি, দণ্ড দুই-তিন মধ্যে সাধিত হয়। অমাবস্যার পর দিনই শারদীয় শশধর নীলগগনে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া হাসিতে থাকেন। পাঁচ-মিনিটে পবননন্দন, গন্ধমাদন আনিয়া, বিশল্যকরণী, বাহির করিয়া, মৃতদেহে প্রাণ দেন।

সভার আয়োজন কিরূপ? পল্লীগ্রামের লোকে শুনিল, মাঠে একটা গান যাত্রা পরব হইবে, খেম্‌টা-নাচ, কবি, পুতুল-নাচ, নাগরদোলা,—এ সমস্তই থাকিবে। গ্রামবাসীগণ মহানন্দে তামাসা দেখিতে আসিল। আসিয়া দেখে,—

ও হরি। কোথাও কিছুই নাই,--কেবল এক আধটু ফুলুট বাজিতেছে। শেষে তাহারা দেখিল, কয়েকটী বাবু, গলা চিবাইয়া চেঁচাইতেছে। আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া, গ্রামবাসীগণ নিরানন্দ মনে ঘরে গেল। তার পর, সংবাদপত্রে ছাপা হইল, মহাসভায় ৪৯ হাজার ৯৯৯ জন লোক উপস্থিত।

সভার উপকরণ কি? এমন জিনিষটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—যাহা সভায় নাই। ইস্তক ঠাকুর সেবা, চণ্ডীপাঠ, নাগাদ পাঁঠাকাটা ও ঢাকবাজান--সমস্তই আছে। সাড়েবাহান্নটী বক্তা। নিরক্ষর কৃষককে রাজনীতির উচ্চগগনে তুলিয়া, আছাড় মারা হয়। মজা দেখন, চাসার কাছে একদিনে এক সময়ে কতগুলি প্রস্তাব করা হয়,--

"(১) ভারত শাসন সমালোচনার জন্য মহাসভা পলিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একটী অনুসন্ধান-সমিতি সংগঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে এখন ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না শুনিয়া এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। যদি ঐ সমিতি নিযুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এই সভার আন্তরিক ইচ্ছা যে, ভারত প্রত্যাগত ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীগণ যেন সেই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত না হন।"

(২) দিনদিন দেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইতেছে ও সাধারণত মতের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যাই-

তেছে, তাহাতে এদেশীয়দিগেব মত গ্রহণান্তর ভাবতশাসন-কার্য্য পরিচালিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই সভার মত যে নিম্নলিখিত মত এ দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি পুনর্গঠন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(৩) আফগান-সীমা নির্ণয় ব্যাপারে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ভারতসাম্রাজ্যের বিপদ আশঙ্কা কবিয়া ভাবতবাসী রাজপ্রতিনিধিব নিকট স্বেচ্ছা-সৈনিক হইবাব জন্য আবেদন কবিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দ্বারা তাহা পবিত্যক্ত হওযায়, ভাবতবাসীর বিশ্বাস ও রাজভক্তির উপর অকারণ কলঙ্ক আবোপ কবা হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা দুঃখ প্রকাশ কবিতেছেন ও আশা করেন যে, সেই আবেদন পুনর্বিচাব হইবে।

(৪) জন্তুব উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রেব ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র-আইন প্রচলিত থাকায় তাহা হইবাব যো নাই।

(৫) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ১লা নবেম্ববে আমাদের শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী যে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচাব কবেন, তাহার এক স্থানে এইরূপ লেখা আছে যে 'আমার প্রজা-পুঞ্জের মধ্যে যিনি শাসন-কার্য্যেবে যে কোন পদের জন্য পারদর্শিতা শিক্ষা ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে পারিবেন, তিনি যেকোন জাতীয় ও ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, সেই পদে অবাধে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।' এই সভা প্রত্যাশা করেন

যে, মহারাজ্ঞীর সদয় বাক্যগুলি প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতবর্ষের সিবিলসার্ব্বিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা যেরূপ লণ্ডনে গৃহীত হয়, তদ্রূপ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং পরীক্ষার্থিদিগের বয়স ১৯ বর্ষ হইতে ২২ বর্ষ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যাউক।

(৬) মফস্বলের ফৌজদারী বিচারকার্য্য সম্পূর্ণ অপক্ষ পাতে নিষ্পন্ন হইবার পক্ষে শাসক ও বিচারকের পার্থক্য বিধান হওয়া আবশ্যক। এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচার বিশেষ হ্রাস হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত।

(৭) ভারতবাসী বহুকরভারে প্রপীড়িত, তাহার উপর ইন্‌কম-ট্যাক্সের প্রচলন দুর্দ্দশার বৃদ্ধি করিবে। যাহাতে সত্বরে এই ট্যাক্স উঠিয়া যায়, তজ্জন্য এই সভা, গবর্ণেটের মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছেন।

(৮) উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি এই সভার সভাপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া মাননীয় রাজ প্রতিনিধির অবগতির নিমিত্ত তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটা-রীর নিকট প্রেরণ করা হউক।

(৯) পাটোয়ারী পাণ্ডুলিপির তর্কবিতর্ক আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকায়, এই সভা গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আশা করেন যে, উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। কারণ যেশ্রেণীর লোক

পাটোয়ার নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগের দ্বারা স্বত্বাস্বত্বের কাগজপত্র উপযুক্তরূপে হইবে না।

(১০) উপরোক্ত অবধারিত প্রস্তাবটীর অনুলিপি মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের অবগতি ও বিবেচনার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হউক।

(১১) আত্ম শাসনপ্রথা যাহাতে এদেশে বদ্ধমূল হয় ও তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হওন পক্ষে যাহাতে সধারণের উৎসাহ ও অনুরাগ উদ্দীপিত হয়, তৎসংসাধনের জন্য এই সভা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন।

(১২) চাষ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি না থাকায় আমরা দিন দিন দরিদ্র হইতেছি ও আমাদের দেশের দারুণ দুর্গতি হইতেছে।

(১৩) পার্লেমেণ্টে দেশীয় সভ্য গ্রহণ।

(১৪) রজত মুদ্রার মূল্য হ্রাস।

(১৫) আয়র্লণ্ডের প্রজার অবস্থার সহিত বঙ্গীয় প্রজার সৌসাদৃশ্য।

(১৬) গবর্ণমেণ্টের সিমলা বিহার।

(১৭) ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ভার ভারত যোগাইবে না।

এতগুলি বিষম বিষয়ের বিচার, একঘণ্টার বক্তৃতায় শেষ হইল। ধন্য স্বদেশানুরাগিগণ। আর লোক শিক্ষা। কতকগুলি কৃষক একত্র করিয়া, অনুসন্ধানসমিতি, নির্ব্বাচন প্রথা, বলণ্টিয়ার, সিবিলসার্ব্বিস,--ইত্যাদি ইত্যাদি দুর্বোধ্য

কথা বলায লাভ কি? যে এসব কথা কিছুই বুঝিবে না, যাহাকে এ বিষয় বলিয়াও আপাতত লাভ নাই, তাহার কাছে এসব বিষযের বিতণ্ডা কেন? এসব কথা যে একেবারেই মন্দ, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু বীজ অসময়ে মরুভূমে পতিত হইতেছে—ইহাই আমাদের দুঃখ।

যে ব্যক্তি পেট ভরিযা খাইতে পায় না, অনশনে বৎসর বৎসর যাহার ছেলে পিলে মরে, বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে যে ব্যক্তি পানীয় জলের জন্য হাহাকার করে, পরিধানে যার শতগ্রন্থি টেনা—তাহার কাছে, বাপু বলন্টিযারের বক্তৃতা কেন? সে বন্দুক লইয়া কি করিবে? আর সে, তোমার গুরু সিবিল-সার্ব্বিস বিষয়ের মর্ম্মই বা কি বুঝিবে? একটা ঘটনা বলি। বৃদ্ধ, সম্বলবিহীন, সেখ গোলাম আলি সাহেবের কাঁঠাল চুরি গিয়াছে—সেখজী কাঁদিবাই আকুল এক জন ব্রহ্মাণ-পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ সংসার অনিত্য। সুখ দুঃখ সমস্তই মিথ্যা, দেহ অনিত্য, তবে তুমি কাঁঠাল জন্য কাঁদ কেন?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো নিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

তথাচ গোলাম আলি সাহেবের কান্না থামিল না? আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতাও ঠিক এইরূপ।

স্বদেশানুরাগ অর্থে স্বধর্ম্মে ভক্তি, স্বজাতির ক্রিয়া কর্ম্মে ভক্তি, স্বদেশের সর্ব্বস্বে ভক্তি। কিন্তু এই রাজনৈতিক আন্দোলনকারী মহাপ্রভুগণের সেই স্বদেশানুরাগ আছে কি? যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি সন্ধ্যা আহ্নিকের মন্ত্র জানেন না, দুর্গোৎসবকে পৌত্তলিক পূজা বলেন, মনুসংহিতাকে পুড়াইতে উপদেশ দেন, আর হিন্দুধর্ম্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্যের ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, মুর্গি, পেঁয়াজ, মহামাংসে বিরক্তি নাই, যখন, তখন, যথাতথা, যবন ম্লেচ্ছ সহবাসে একত্র এক পাতে ভোজনে অনিচ্ছা নাই। এই হিন্দুর দেশে, এই ধরণের লোক দ্বারা, রাজনৈতিক আন্দোলন কি কখন সম্ভবে? আবার পোষাকে দেখুন—দেশের লোকের সহিত তাহার বড় একটা সাদৃশ্য নাই।

ইংরেজের আগমনে, এ দেশে যে প্রধান সর্ব্বনাশ হইয়াছে, হইতেছে,—এ সমস্ত বক্তৃতায়, সে কথার বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য দেখি না। ইংরেজের এখন বড়দায়—পেটের দায় উপস্থিত। এ স-সাগরা পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ গ্রাস করিয়াও, প্রকৃতই ইংরেজের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে না। এই যে ইংরেজ, ব্রহ্মদেশ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে দুঃখ হয়, রাগ হয় না। ইংরেজ বড়ই দরিদ্র হইয়া

পড়িয়াছেন, ব্রহ্ম-রাজ্য গ্রাস না করিলে, তাঁহার জঠর-জ্বালা নিবারণ হয় কৈ? অর্থের জন্য ইংরেজ ভারতে আসিয়াছেন, হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া এখানে তীর্থভ্রমণের জন্য আসেন নাই।

ইংরেজ, রাজ্যশাসন করেন, অর্থের জন্য। টাকা রোজগারে যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত না পড়ে, কেবল এই নিয়মেই ইংরেজের শাসনপ্রণালী গঠিত। ইংরেজ চা-কর, ইংরেজ সওদাগর, ইংরেজ দোকানদার, ইংরেজরাজ—সকলেই অর্থ অর্থ করিতেছেন। সকলেরই পেটের দায়। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—সকলই ইংরেজের উদরে। শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলে, যশোদা ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন, ইংরেজ হাঁ করিলে, উদরে বিশ্ব-সংসার দেখা যায়। তথাচ ক্ষুধা ভাঙ্গে না—দারুণ পিপাসা মিটে না।—কোথায় গিয়া, এ ক্ষুধার ভীম অগ্নি ঠেকিবে, তাহা'ত জানি না।

কিন্তু ভারতবর্ষ, ইংরেজের এ মহাক্ষুধায় ভস্মীভূত হইয়াছে। রপ্তানিতে সকল শস্য গেল, কৃষক খাইতে পায় না,—জমী চষিবে কে? বিলাতী কাপড়ের আমদানিতে দেশ ছাইয়া গেল, তাঁতিকুল ধ্বংস হইল,—তাঁত বুনিবে কে? সমুদায় শিল্পকর্ম্ম একেবারে লোপ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ যে, দেশের অস্থিমজ্জা শোষণ করিল, সর্ব্বস্ব লইয়া গেল,—এ কথা লইয়া কখন কি আন্দোলন

উঠিয়াছে? উঠিবে কেমন করিয়া? যিনি আন্দোলনকারী, তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখ,—দেখিবে, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্তই বিলাতী ভাবে পূর্ণ। দেখিবে, পদতলে ডসনের বাড়ীর বিলাতী বুট, পায়ের চেটো হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলাতী এষ্টাকিন, এষ্টাকিনের বন্ধনী বিলাতী গার্টার, পেন্টুলান-কোটের কাপড় বিলাতী, বোতাম বিলাতী, টুপি বিলাতী। যাঁহার দেহ বিলাতী উপকরণের ভারে অবনত, তিনি কেমন করিয়া উহার বিরুদ্ধে দু-কথা বলিবেন?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের "ট্রেড্ এবং ন্যাভিগেশন রিপোর্টে" প্রকাশ, ১৮৮৫।৮৬ সালে, বিলাত হইতে ভারতে ২৪ কোটীরও অধিক টাকার সূতার কাপড়ের আমদানি হইয়াছে। বিশ্ব-প্রেমিক বাবু! এ সংবাদে কি তোমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে না? যদি প্রকৃতই তোমার রাজ-নীতি-জ্ঞান থাকে, যদি প্রকৃতই তোমার স্বদেশে ভক্তি থাকে,—তবে আজই বিলাতী কাপড় খানি ছাড়িয়া দাও, দেশী ধুতি পর, এবং অপরকে পরিতে অনুরোধ কর। দাম কিছু বেশী পড়িবে বটে,—কিন্তু দেশী ধুতি টেকসই বেশী। সকলেই যদি দেশী কাপড় পরেন, তাহা হইলে, লোকগুলাত খাইয়া বাঁচে। আর, বক্তৃতা করিবারই যদি এত সাধ হইয়া থাকে, তবে না হয়, বঙ্গে কাপড়ের কল করিবার জন্যই বক্তৃতা কর না?

যিনি স্বদেশানুবাগী, তিনি কখনই সাধ্যমত বিলাতী প্রেমে মজেন না। তিনি দেশী বস্ত্র পবিধান কবেন, দেশী জুতা পায়ে দেন, বিলাতী দিয়াশিলাযেব পবিবর্ত্তে চক্‌মকি-সোলা ব্যবহার করেন, দেশী কালীতে লেখেন, দেশী গন্ধদ্রব্য মাথায় দেন। তবে তাঁহাব অপবাধ এই, বাহাদুবী লইবাব জন্য এ বিষয়ে কখন ঢাক ঢোল বাজান না। বস্তুত স্বদেশানুবাগীব ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই, তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মই কবিয়াছেন।

পাঠক দেখুন, গত বৎসব বিলাত প্রভৃতি দেশ হইতে কত টাকাব কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানি হইয়াছে, — প্রায কুড়ি লক্ষ টাকাব দেশলাই, প্রায় সাডে আট লক্ষ টাকাব সাবান, সাডে এগাব লক্ষ টাকাব খেলনা, প্রায় উনিশ লক্ষ টাকাব ছাতা, সাডে নয় লক্ষ টাকাব বাতি, তেত্রিশ লক্ষ টাকাব কাগজ, প্রায় ছয় লক্ষ টাকাব গন্ধদ্রব্য, এক কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকাব পশমী কাপড, প্রায় আটাত্ত লক্ষ টাকাব ছুবী কাঁচি এবং বাসন, সাডে এগার লক্ষ টাকাব শিলাই কবিবার তুলাব সূতা, সাতান্ন হাজার টাকাব শিলাই করিবাব বেশমী সূতা, চাবি লক্ষ সত্তব হাজাব টাকাব ফীতা, বেয়াল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার টাকাব চুরুট, প্রায ষাট লক্ষ টাকাব লবণ, তিন লক্ষ একান্ন হাজাব টাকাব কালী ইত্যাদি। তাই বলি, একবার ভাবুন দেখি, ব্যাপাবটা কি?

দেশের বিশ্ব-প্রেমিকগণেব নিকট যোড়হাতে নিবেদন, আপনারা স্বধর্ম্মে ভক্তি, স্বজাতিব ক্রিযা কর্ম্মে ভক্তি করিতে শিখুন,—তাব পব দেশেব লোকেব সহিত মিশিযা, বাজনৈতিক আন্দোলন আবম্ভ করুন, এখন পাষাণে পদ্মফুল ফুটাইবাব জন্য কেন বৃথা চেষ্টা বরিতেছেন? হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাড়িবাব জন্য কেন মাথা কুটীতেছেন।

দেশহিতৈষিগণ! আপনাবা আমাদেব কথা একবাব অভিনিবিষ্ট চিত্তে ভাবিযা দেখুন,—আপনাদেব ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। হিতে বিপরীত বুঝিলে নাচাব।

শিক্ষিতা বাঙ্গালিনী।

সেই একদিন, আব এই একদিন। সেদিন সেই পূর্ণিমা তিথি, ষোলকলা শশী, শাবদ-কৌমুদীবাশি, আব আজ এই ঘোব অমানিশাব অন্ধকাব, মেঘের হুঙ্কাব, বিদ্যুতেব বিকট হাসি, উনপঞ্চাশ পবনেব বিষম বিক্রম,—আব বাঁচি না, আব তিষ্ঠিতে পাবি না। সেদিনও বাঙ্গালীব ঘবে ঘবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীব আদর্শ-প্রতিমা দেখিযাছি,—মূর্ত্তিমতী সবলতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, মূর্ত্তিমতী গৃহকর্ম্ম, মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী সেদিনও দেখিযাছি—কিন্তু আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজড হয় কেন? কেন এমন হইল? বাঙ্গালীব ঘবণী বিলাসিনী কেন? আড-নযন খেম্‌টা নাচে কেন? চাব-হাসিতে বিষ মাখাইল কে? কথামৃতে ছাই ফেলিল কে? ঘোম্‌টা লুকাইল কে? গৃহলক্ষ্মীকে বাইজী সাজাইল কে?

ধীরে ধীবে, অল্পে অল্পে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে কালবশে, যুগধর্ম্মে, সমাজ-শবীবে মহাবিষ পশিতেছে, লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিযাও বুঝিতে পাবে না—চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, সংজ্ঞা থাকিতে অচেতন। যেন দিগ্বিজয়ী যাদুকবের অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ায়

দেশ মজিয়াছে। অহো কি বিডম্বনা। সিংহ শৃগালেব ডাক শিখিতেছে, স্বযং স্নবভি শূকবেব পন্থা অনুসবণ কবি তেছে, দেবতা পিশাচেব খেলা খেলিতেছে।

ম্লেচ্ছ-অবিকাবে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইযাছে। এই "স্ত্রীশিক্ষাই" সর্ব্বনেশে জিনিস। তেঁতুলে কেউটেব বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদেব সখেব, সোহাগেব, সুভোগেব পদার্থ। এই হলা হল-প্রসবিনী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ বমণীবৃন্দেব সর্ব্বোত্তম ভূষণ,—ইহাই যেন হাতেব নোযা, সীঁথাব সিন্দুব, ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম, ইহাই সংসা বেব সাব-সর্ব্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহেব অযোগ্যা। ববং একদিন, দশদিক উজ্জ-লীকৃত, কহিনূব-বিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও, দূবে নিক্ষেপ কবিতে পাবি, তথাচ এ "শিক্ষা" টুকু ছাড়িতে পাবি না। অবিক কি, ববং বিধবা হইযা বাব মাস বাস কবিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না।

এমনি ঝোঁক, এমনি মোহ, এমনি উন্মত্ততা।

পুরুষেবই কি, আর স্ত্রীলোকেবই কি,—কাহাবও সুশি ক্ষাব বিরোধী আমবা নহি। তবে সু-শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝি না,—বিকৃত ভাবে বুঝিয়াছি,—ইহাই বোগেব প্রধান মূল কাবণ। বীভৎস শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিয়া বুঝিযাছি, কণ্টক তরুকে চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে আলিঙ্গন কবিযাছি, পাথব-

কুচাকে চাক-চিন্তা মাণিক বলিয়া বাক্সে তুলিয়াছি। তাই দুর্দ্দশার আদি, অন্ত, মধ্য নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে,—অদ্য এ বিষয় লইয়া সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি,—কেবল অক্ষর চিনিয়া বই পড়িলেই "শিক্ষিত" হয় না। বর্ণজ্ঞান-শূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন, আবার এদিকে, ইংরেজী-বাঙ্গালায় আউট হইয়াও, অনেক নরনারী নিদারুণ অশিক্ষিত। শিক্ষার অর্থ,—বস্তুর স্বরূপজ্ঞান,—পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অক্ষর পরিচয় না হইলেও, তিনি শিক্ষিত। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মে নাই, তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে—আইসলণ্ডস্থ হেক্লা পর্ব্বতে উঠিয়া X Y. Z পাস করিয়া আসিলেও—অশিক্ষিত। শিবজী এবং রণজীৎসিংহ লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হইয়াও, শিক্ষিত নামে বাচ্য হইতে পারেন। তথাচ কেবল এম, এ, বি, এল পাস করিয়াও আমাদের ঘোষ, বসু, মিত্র—বাঁড়ুয্যে—মুখুয্যে—চাটুয্যেগণ নিতান্ত অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষার অর্থ কার্য্যশিক্ষা,—শিক্ষা, পুঁথিগত বিদ্যা নহে, টেয়াপাখীর বাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্য্যশিক্ষাই বুঝে,—ইহা ব্যতীত হিন্দুর অন্য শিক্ষা নাই। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম—ইহাই হিন্দুর এক মাত্র কথা। যিনি বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী, তিনিই বেদ পাঠ করুন—ইহাই হিন্দুর উপ-

দেশ। অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? অধিকারী ভেদে শিক্ষাভেদ। নচেৎ ভস্মে ঘৃতঢালাবৎ শিক্ষা নিষ্ফলা হয়।

বর্ণজ্ঞান, এই কার্য্যশিক্ষার সাহায্য করে মাত্র। ইহা ব্যতীত বর্ণজ্ঞানের আর কোন উপকারিতা নাই। বলা বাহুল্য, অক্ষর পরিচয়ের সাহায্য ব্যতীতও উত্তম কার্য্য-শিক্ষা হইতে পারে।

অধুনা আমাদের শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্য —চাকুরি বা অর্থ-উপায়। ভাল, তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু আজকাল ওকালতিতে অন্ন নাই, মুনসেফীতে পদ-খালি নাই, ডাক্তারিতে ডাক নাই, কেরাণীগিরিতে কুলকিনারা নাই। এ জীবনে যে ইংরেজী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ কলে পড়িয়া যদি টাকা রোজগার করিতে পারিলাম, তবেই আমার উদর চলিল,—নচেৎ অন্নাভাবে আমি মারা যাইব। কিন্তু এখন সে কলও, বিকল হইয়াছে। ইংরেজী-বিদ্যায় আর অন্ন হয় না। তাই বলিতেছি, ইংরেজী-শিক্ষা এখন বিড়ম্বনা। দুঃখের কথা, অধিক আর কত বলিব,—এম, এ, বি, এল, পাস করিয়া আমি এমনি জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, আর অন্য কোন কাজেই আমি লাগি না।—

হাল-আইনের "স্ত্রী-শিক্ষা" আরও অধিক বিড়ম্বনার বিষয়। এই কুশিক্ষায় হিন্দু-রমণীর সর্ব্বনাশ সাধিত হই-

তেছে। এই দাবে, হিন্দুরমণী কার্য্যশিক্ষা ভুলিয়া, কেবল কল্পনা-আকাশে উড়িতেছেন।

আমবা সমগ্র হিন্দুবমণীব দোষ দিতেছি না, এখনও গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিত হযেন নাই, তবে আব বুঝি টেকেন না। বুঝি শীঘ্রই সংসাব ছাড়িবেন।

শিক্ষিতা কামিনীব গতিমতি পর্য্যবেক্ষণ করুন। নবীনা বেলায উঠেন, প্রাতঃকালিক জল খাইযা নবেল লইযা বসেন, স্নানেব পব খববেব কাগজ পড়েন, আহাবেব পব, বন্ধু বান্ধবকে, চিঠিপত্র লেখেন, বৈকালে ভ্রমণে বহির্গত হযেন, সন্ধ্যাব পব সুখ-শয্যায শযন কবেন। এই গেল দৈনিক কার্য্য। বাস্তবিকই অনেক গৃহে এই ব্যাপাব। শিক্ষিতা মহিলা আলস্যেব অবতাব, বাক্‌পটুতায ধুবন্ধর, অকর্ম্মেব শিবোমণি, ব্যাবামেব মহাখনি। বন্ধন কবা কেমন জিনিস, তাহা তিনি জানেন না, আহাব কবা কেমন মজা, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিযাছেন। সন্তান-পালন ভুলিযাছেন। গহস্থালী মনে নাই। শুদ্ধাচাবে দৃক্‌পাত নাই। গোবব জলে দারুণ ঘৃণা। তুলসী পাতায় পায়ের ধূলা। বিল্বপত্রে কুলকুচো জল।

পতিটী ঠিক যেন বাটীব খানসামা। কেবল চবকি-কলে ঘুবিতেছেন। স্ত্রী উঠিতে বলিলে তিনি উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন, যেন নাকবেধা ভালুক।

কিন্তু শিক্ষিতা স্ত্রী, পতিব অবশ্য গৌরবেব সামগ্রী।

তাই পতি মহাশয়, বন্ধুগণের নিকট স্ত্রীর সুখ্যাতি করেন, "আমার প্রণয়িণী বড়ই বুদ্ধিমতী। আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। ঘরে যাইতে একটু বিলম্ব হইলে তিনি কর্ম্মস্থলে চিঠি লিখিয়া পাঠান, "হাঃ নাথ। তোমার বিরহানলে আমি জ্বলিতেছি। শীঘ্র আসিয়া আমার মনপ্রাণ শীতল করিবে।"

স্ত্রী লেখাপড়া জানার আজকাল কেবল ঐটুকুই সুখ। বাকি সবই পুরুষের অদৃষ্ট ফল।--স্ত্রীকে ধরিয়া তুলিতে হয়,—মাথা ঘোরে—অঙ্গ অবশ—ক্ষুধা নাই—আছে কেবল দারুণ পিপাসা। স্ত্রী-শিক্ষার ইহাই গুণ। তাই বলি, ইহা বড় সর্ব্বনেশে শিক্ষা।

ঠাকুরমার কথা।

আজ আমাব ঠাকুবমায়েব কথা শুন দেখি। কুড়ি বৎসব পূর্ব্বেব কাহিনী।

ঠাকুবমা বৃদ্ধা। বয়স ৬৫ বৎসবেব কম নহে। হেঁগা, এ পোষ মাসে বৃদ্ধাব শীত লাগে না কি? ঠাকুবমা, গাছপাতায় বাত থাকিতে থাকিতে, কাক ডাকিবাব পূর্ব্বেই উঠেন। কি আশ্চর্য্য! গাযে ফ্লানিলেব জামা কৈ? পাযে এণ্টাকিন কৈ? হাতে দস্তানা কৈ? এ আবাব কি? ঐ যে বুড়ী, ঠাণ্ডা জলে গোবব গুলে উঠানে ছড়া দিতে লাগিল।

ভোব হইল। ঊষা উঁকি মাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা গোযালেব দ্বাব খুলিযা গাভী দুটীকে দেখিলেন। ঘবেব সমস্ত চৌকাঠে জল দিলেন। তখন তিনি নদীস্নান করিয়া, অন্তবে হবিব পদ ধ্যান কবিতে কবিতে, ঘবে আসিলেন। তুলসীমঞ্চে জল-সেচন কবিলেন। ঠাকুর ঘব ধুইলেন, নৈবেদ্য সাজাইলেন, উপকরণসামগ্রী যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত কবিলেন।

ওদিকে বন্ধনেব উদ্যোগ হইতে লাগিল। উনানে আগুন পড়িল। সহকারিণী বধূগণ আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। চা'ল, ডাল, নুন, তেল, তরকারির সমাগম হইল। বৃদ্ধা, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ দুইটী কুটুম্ব আসিবে, জেলে ডাকাইয়া, একটী তিন সের কই মাছ পুকুর থেকে ধরিতে হইবে।" উনান জ্বলিয়া উঠিল, দু-পাকায় ভাত ডাল চড়িল। বধূগণ তদারকে রহিলেন।

বেলা হইল। ঠাকুরমা এইবার ছেলেপিলের চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন ছেলের সর্দ্দি, কাহারও পেটের অসুক, কেহ বা খোসে পঙ্গু। তিনি কবিরাজের উপদেশ মত, এবং নিজ বহুদর্শিতাগুণে, নানা অনুপান সংগ্রহ করাইয়া ছেলেদিগে ঔষধ খাওয়াইলেন। গাই দোহাইয়া টাট্‌কা দুধ গরম করিয়া, একটী ছেলেকে তিনি খাইতে দিলেন। নিম-পাতা গরম করিয়া, একটী ছেলের খোস ধোয়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন প্রতিবেশিনী বালিকা, বৃদ্ধাকে ডাকিতে আসিল, "ঠাকুমা, মা তোমাকে ডেকেছেন—খোঁকার জ্বর হয়েছে, তোমাকে হাত দেখিতে হইবে।" ঠাকুমা অমনি চলিলেন।

এই সময় গয়লা বৌ আসিয়া বৃদ্ধাকে ধরিল, "মা আমি অদ্দেক সুদ দিতে পারবো না,—আমাকে সুদ ছেড়ে না দিলে, ছেলে পিলে খেতে পাবে না।

ঠাকুমা। তোদের আবার টাকার ভাবনা কি? নদীর জল যতদিন না শুকুচ্চে, ততদিন তোর ছেলে পিলের কষ্ট হবে না।

গোয়ালিনী হাসিল। বলিল, "মা আমি তোমাকে কথায় পারি কি? তোমার পায়ে পড়ি মা—আমাকে সব সুদ দিতে হবে, আমি মারা পড়্‌বো।"

ঠাকুমা। আসলের সব টাকা নিয়ে আসিস্, তোকে সিকি সুদ ছেড়ে দিব।

এই কথা বলিয়া ঠাকুমা রোগী দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ছেলের হাত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, এ জ্বর কিছু নয়, একটা পাঁচন দিলেই ছেড়ে যাবে।

ঠাকুমা চিকিৎসাবিদ্যায় সুনিপুণা বলিয়া পাড়ায় প্রসিদ্ধ। তবে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বচসা হইত। ঠাকুমা কবিরাজের কথা না শুনিয়া, সময়ে সময়ে, নিজের মতামত মত পাঁচনাদির ব্যবস্থা করিতেন।

ঘরে প্রত্যাগত হইয়া ঠাকুমা, স্বয়ং সুক্তানি বাঁধিলেন, পায়সের গুড় চাল স্বয়ং আন্দাজ করিয়া দিলেন।

বৃহৎ গৃহস্থ। অতিথি, কুটুম্ব, পুত্র, প্রপৌত্র, বৌ, ঝী, কৃষাণ, রাখাল, সকলে যথা নিয়মে একে একে আহার করিল। ঠাকুমা সর্ব্বশেষে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন। বেলা প্রায় দুইটা।

আহারান্তে ছেলেপিলের কেঁথাশেলায়ের বন্দোবস্ত হইল। তেজারতির হিসাব হইল। নাত্নীগণের দ্বারা বৃদ্ধার পাকা-চুল উপ্ড়ান হইল।

ক্রমে অপরাহ্ণ উপস্থিত। এইবার গৃহের সাজসজ্জা

আবদ্ধ। ঘব, দ্বাব, উঠান—পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন, তক্‌তক্ কবিতে লাগিল। বিছানা, বালিস বোদ হইতে তুলিয়া শয্যা প্রস্তুতেব সূত্রপাত হইল।

সন্ধ্যা হইল। প্রদীপ জ্বলিল। ঠাকুমা হবিনামেব মালা লইয়া এক ঘণ্টা কাল নির্জনে হবিব নাম জপ কবিলেন। আবাব বন্ধনেব উদ্যোগ। আবাব বৃদ্ধাব কর্তৃত্ব। আহাব — শযন—নিদ্রা।

সকলে নিদ্রিত হইলে, বৃদ্ধা বাত্রি দ্বিপ্রহবেব পব ঘুমাইলেন। তাঁহাব কেমন একটা স্বভাব বা বাতিক ছিল যে, শুইবাব পূর্ব্বে, তিনি পবদিনেব জন্য মুষ্টি-ভিক্ষাব চাউল, এক পালি মাপিযা বাখিতেন।

ষাট বৎসব বযস্কা সেই লক্ষীরূপিণী ঠাকুমাব এইরূপই দিন-লিপি ছিল। বাবমাস সমভাবে তিনি এইরূপই পবিশ্রম কবিতেন,—বিবাম নাই, জবজ্বালা নাই, সুখ-অসুখ নাই, চিবদিনই এইরূপ চলিত। কেবল বৎসবান্তে একদিন তিনি কোন কাজকর্ম্ম কবিতেন না। সেই দিন নিবাহাবে নির্জনে, নিভৃতে বসিযা কেবল হবিনামে নিমগ্ন হইতেন, চোখেব জলে বুক ভাসিত, পব দিন দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। ইহা স্বামীব মৃত্যু-তিথিব বার্ষিক ক্রিয়া।

ঠাকুরমাব আবও নানা কাজ। পাড়াব যে কোথাও বিবাহ-বাসর হোক না কেন, তিনি সেদিন তথায়

প্রধানা রমণী। একশত লোকের পরিবেশন করিতে হইবে, বৃদ্ধা কোমর বাঁধিয়া লুচির ধামা ধরিলেন। রোগীর জর-বিকার,—ঠাকুরমা তাহার শিয়রে বসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেন। এমন ঠাকুমা আর কি বঙ্গগৃহে পাইব?

বৃদ্ধার কখন অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তিনি বোধোদয়ও পড়েন নাই, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি মনু পড়েন নাই, -কিন্তু প্রকৃতই তিনি মনুর কথা আবৃত্তি করিতেন, 'মেয়েমানুষ- বুড়ী হোক, আর যুবোই হোক, সব সময়ই পুরুষের অধীন। শোয়া-মীই স্ত্রীর একমাত্র গতি। সোয়ামী ছাড়া, মেয়ের কোন কাজই নাই।"

এ সম্বন্ধে মনুর শ্লোক দেখুন,—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়াবাপিযোষিতা।
নস্বাতন্ত্র্যেণকর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি।
৫। ১৪৭।

ঠাকুমা বলিতেন, "পতি কাণা হোক, খোঁড়া হোক, মদখোর হোক, নারীর তিনিই দেবতা। স্ত্রী, যাবজ্জীবন সোয়ামিকে গুরুবৎ পূজা করিবে। পতিসেবাই স্বর্গ।"

মনুর শ্লোক মিলাইয়া লউন,—

বিশীলঃকামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিত।
উপচর্য্যঃস্ত্রিয়াসাধ্ব্যা সততং দেববৎপতি॥ ৫। ১৫৪।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
৫। ১৫৫।

বৃদ্ধা বধূগণকে উপদেশ দিতেন, "প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। কারণ পতি দেবতা। পতিকে কখন অপ্রিয় কথা বলিবে না। যে স্ত্রী, সোয়ামীর সঙ্গে সদা ঝগড়া করে, সে নরকে যায়।"

ঠাকুরমা ৮০ বৎসরে জীবলীলা শেষ করেন। বৃদ্ধার সংক্ষিপ্ত, সোজা কাহিনী, শিক্ষিত নরনারীর ভাল না লাগিতে পারে—একটু একটু কুরুচিময় বোধ হইতে পারে, --কিন্তু ইনিই হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। ইহাঁর কর্তৃত্বে সেই বৃহৎ সংসার সুখময় ছিল -ধনধান্যে ঘর পূর্ণ ছিল।

শ্রীমতী চঞ্চলা।*

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিত্রদের বাড়ী কি ভূমিকম্প,—না আগ্নেয় গিরির উৎপাত,—না গভীর মেঘগর্জ্জন? কাণ পাতিয়া শুন দেখি,—খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ,—সোঁ সো সোঁ হুস্‌স্—গুড়্ গুড়্ গুড়ুম্। কি এ?

আজ মিত্র-মহোদয়ের শিক্ষিতা-গৃহিণী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি স্বঅবলম্বন করিয়াছেন। মহাশক্তির সর্ব্বশরীর ঘন ঘন দুলিতেছে, আলুলায়িত কেশকলাপ মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, লোলরসনা লহ লহ করিতেছে,—বজ্রদন্ত কট্‌কটায়িত, করালচক্ষু ঝলঝলায়িত, নাসার নিশ্বাস শন্‌শনায়িত। শ্রীমতীর শ্রীপদ-পঙ্কজ-ভরে মেদিনী কাঁপিতেছে, শ্রীকর-কমলের তেজে টেবিল টলিতেছে, শ্রীকম-কণ্ঠের কূজনে কোকিল কাঁদিতেছে।

শ্রীমতীর স্বামীটী পাত্‌লা, একহারা—ক্ষীণমুখে চুড়্‌চুড়ে গোঁফ্, চোখ দুটী বসা, ঠোঁট দুটী শুখান, নাক্‌টী টিকালো, হনু দুটী ছুঁচালো। তিনি জজ-আদা-

* শ্রীমতী চঞ্চলা দুই পরিচ্ছেদে পূর্ণ। বাস্তব-ঘটনামূলক কাহিনী। ঔপন্যাসিক ছন্দে বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।

লতের নবীন উকীল। নাম কেশব বাবু। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়,—তাহার পিঠে ঈষৎ অল্প ধাক্কা দিলেই তিনি মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গিয়া, মানব-লীলা-সম্বরণ করিতে নিতান্ত সক্ষম।

বেলা দশটা। কাছারি যাইবার বেলা হইল বুঝিয়া, কেশব বাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে, ধীরে ধীরে, গুটি গুটি বহি-বাটী হইতে অন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্মুখেই বিভীষণা, পিঙ্গলবর্ণা পত্নী,— সেই গদীআঁটা চেয়ারে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট, অর্দ্ধ উত্থিত ভাবে অবস্থিত। স্বামীসমাগম মাত্রেই তিনি বিদ্যুৎবৎ চারিদিক চক্‌ চক্‌ চমকিয়া, লাফাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দক্ষিণ পদ ক্ষিতিতলে রহিল, বাম-পদ চেয়ারের উপর উঠিল। তিনি স্বামীর দিকে সম্মুখ ফিরিয়া এক গভীর নির্ঘোষ করিলেন,—একবারে ঠিক্‌ যেন বিংশতি কামানের আওয়াজ হইল। সেই শব্দটার ভাব এইরূপ,—"ছি ছি ছি। নাথ হে। পুরুষজাতিকে ধিক্‌। হা নাথ। ছি।!"

নাথ-বাবাজী ভাবিয়াই আকুল,—হয়েছে কি, ঘটেছে কি, ব্যাপার কি।—ইহার কিছুই তিনি ঠিক করিতে পারি-লেন না। এ কথার উত্তরও সহসা কিছু দিতে পারিলেন না—তিনি কেবল চোকে ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিলেন।

রমণী, নাথকে তদবস্থ দেখিয়া, এবার সুর একটু নরমে বাঁধিয়া, ললিত-ভৈরবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—

"প্রিয়তম নাথ! জীবনের সর্ব্বস্ব নিধি! এ রমণী-জন্মের একমাত্র ধন! বঁধূ হে! প্রিয় হে! নারীজাতির এত অপমান তুমি আজ সহ্য করিয়া আছ কেমন করিয়া? তুমি কি এখনও সংবাদপত্র পড় নাই? 'শিক্ষিত বাঙ্গালিনী' প্রবন্ধে আমাদের যে অন্তস্তল ভেদ করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখ নাই? প্রবন্ধ লেখক বলেন, উচ্চ শিক্ষা পাইয়া আমরা অধঃপাতে গিয়াছি! হায় হায়!"

"শিক্ষায় পতন! -বড়ই আশ্চর্য্য কথা! এ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমি যে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনিব, তাহা আশা করি নাই। পোড়ারমুঁখো লেখক বলে কি না, — 'আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা, রাধা কৃষ্ণের বুলি। আমরা কাজের বার্।' হায়, হায়! এ রহস্য বলি কাকে? এ দুঃখ শুনেই বা কে? আমাদের মত কর্ম্মক্ষম রমণী এ জগতে আর কে আছে? তবে আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-গরিমা করিতে নাই, তাই আজও আমরা নিজ নিজ ডাইরি (দিনলিপি) ছাপাই নাই। নাথ! আমরা কাজ জানি না, কাজ বুঝি না,—লোকে এ কথা রটায়,—এ মর্ম্মকষ্ট মোলেও যাবে না। তবে আমরা দিনরাত উচ্চ-সাহিত্য, উচ্চ-বিজ্ঞান ভাবি, তাই সামান্য কর্ম্মে অপর লোক নিযুক্ত করিয়াছি। বৃথা সন্তান পালন বা রন্ধন বা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গিয়া, সময় অমূল্য-নিধিকে কি বৃথা নষ্ট করিব? যাহা ৫৲ টাকা মাহিয়ানার চাকর বা চাকরাণীর দ্বারা হয়,

সে কাজ আমার স্থায় কোন উচ্চ-ভাবাপন্না, উচ্চ-পদারূঢ়া রমণী করিতে স্বীকৃতা হইবেন কেন? যে ব্যক্তি জজ, তিনি কি খান্‌সামাগিরি, বাউর্চিগিরি করিতে যাইবেন? এখন সভ্যতার সাদা ফুল ফুটিয়াছে, সুতরাং এ কালে শিক্ষিতা রমণী বেড়ি দিয়া হাঁড়ী ধরিবে না, উনুনে দুধ উথলিয়া পড়িলেও, তাহাতে এক ফোঁটা জল দিবে না, ঘরে এক হাঁটু ধূলা হইলে, স্বয়ং সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার প্রতীকার করিবে না, অধিক কি, রাঁধুনী-ব্রাহ্মণীর এক-দিন ব্যারাম হইলেও শিক্ষিতা রমণী পাকশালায় যাইবেন না। আর শিশুসন্তানকে স্তন্য-দুগ্ধ দিবার জন্য ৯৲ টাকা মাহিনা দিয়া একটা দুবলো-ঝী নিযুক্ত করিলেই চলিবে। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রিয় নাথ। তুমিই ভাবিয়া বল দেখি,—নীচ জাতীয়া, সামান্য মাহিনার ঝীয়ের বদলে আমাকে যদি সন্তান পালনাদি সমস্ত নীচ-দরের গৃহ-কর্ম্মই করিতে হয়, তবে আমি উচ্চশিক্ষা করিতে সময় পাইব কখন?"

এই বলিয়া শ্রীমতী, শ্রীযুতের হাত আদরে ধরিলেন। কেশব বাবুও আদরে গলিয়া গিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, প্রেয়সি। নিউটনকে মুটেগিরি করিতে দিলে সমাজের অমঙ্গল বৈ কি? হক্‌সিলি, বা ডারউইনকে যদি খান-সামাগিরি কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সমাজ আর কদিন টিকে? প্রাণপ্রিয়তমে। তোমার কথাই ঠিক।"

রমণী, ক্ষুধিতা বাঘিনীর স্থায় রোষকষায়িত চক্ষে বলি-

লেন, "শুধু তোমার কথাই ঠিক" এ কথা বলিলে আমি আর শুনিব না। তুমি কি দেখিতেছ না, সেই প্রবন্ধরূপ তীক্ষ্ণ বিষে আমার শরীর জর্জরীভূত হইয়াছে? তুমি অন্ধ? না বধির? না মূক?—যদি তাহা না হও, তবে আজই ইহার প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তোমার হাত, পা, দেহ এখনও বজায় রহিয়াছে, তথাচ তুমি এ শিক্ষিতা নারীজাতির এ অপমান স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ। আমি মনে করিয়াছিলাম, ঐ প্রবন্ধ পাঠে তোমার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছে, -তুমি বাব্ বাটীতে নীরবে পড়িয়া আছ, অথবা কাটা ছাগলের মত ধড়ফড় করিতেছ। কিন্তু ছি! নাথ! ছি ছি!- তোমাকে শতেক ছি! তুমি কি বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ বল দেখি?

নাথ বেচারি এইবার বড় বিপদে পড়িলেন। কি ভাবে, কি রকম কথার উত্তর দিলে, এ মহাকুরুক্ষেত্র হইতে তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীমতী তীব্রস্বরে বলিলেন,—"মিটির মিটির চেয়ে—ঘুঘুটীর মত অমন ভাব্‌চো কি? শুন আমার কথা। আমি স্বয়ং আজ ইহার প্রতিবাদ করিব—**practical** প্রতিবাদ। আজ জগতের সমক্ষে দেখাইব, আমরা প্রকৃত কর্ম্মক্ষম কিনা? উদ্যোগ কর, উদ্যোগ কর। আমি স্বয়ং আজ রন্ধনশালায় ঢুকিয়া পাকাদি করিয়া,

সশরীরে বারজন বন্ধুকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইব। রাত্রি দশটার সময় আহার হইবে। ঘড়ি দেখ,—এখন হইতে ঠিক আর ১১ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৩২ সেকেণ্ড সময় আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত উদ্যোগ করিতে হইবে। দ্রুত হও, দ্রুত হও। আমার বিশেষ পরিচিত—প্রতিনিধি স্থানীয়—ছয়জন পুরুষ-বন্ধুকে আমি নিমন্ত্রণ করিব। তুমিও প্রতিনিধির উপযুক্ত ছয়জন পুরুষকে নিমন্ত্রণ কর। আহারান্তে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ, সেই দ্বাদশ-জন সভ্যের নিকট হইতে এইরূপ সার্টিফিকেট লইব,—"শ্রীশ্রীমতী চঞ্চলা মিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলা। তিনি অদ্য রাত্রে দশটার সময় (কলিকাতা টাইম) স্বয়ং স্বহস্তে স-শরীরে, অনির্ব্বচনীয় পরিশ্রম এবং পাণ্ডিত্য সহ-কারে যেরূপ অপূর্ব্ব আহারীয় দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়া-ইলেন, তাহা অমৃতবৎ—ঠিক যেন চাঁদের সুধা। এমন জিনিস কখনও খাই নাই,—এবং কখনও খাইবও না এরূপ আশা আছে।" (এইখানে দ্বাদশজনের স্বাক্ষর হইবে)। তারপর আমি ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ ইহা ছাপাইব।"

কেশব। অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করি।

শ্রীমতী। এক শত টাকা এখনি চাই, তুমি দিয়া তবে কাছারি যাইতে পাইবে। আমি এক ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের মধ্যে দ্রব্যাদি আনাইয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিব। বিশেষ,

গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত কোন ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিত বন্ধন সম্বন্ধে ছুই ভলিউম বৈজ্ঞানিক পুস্তক এখনি কিনিয়া আনিতে হইবে। বন্ধন সম্বন্ধে তৎপূর্ব্ব-লিখিত সমস্ত গ্রন্থই আমার পড়া আছে, কিন্তু ওখানি এখনও পড়ি নাই। উহার মূল্য ২২৲ টাকার অধিক নহে। তোমার সঙ্গে ঝীকে পাঠাই। তুমি দোকান হইতে ঐ বই ছুখানি কিনিয়া দিয়া আফিসে যাইও। সুতরাং খরচ সমুদায়ে ১২২৲ টাকা মাত্র। তা, আর বেশী কি? পুস্তক কিনিতে কদাচ বিলম্ব না ঘটে। আমি ২১ মিনি-টের মধ্যে ছুখানি গ্রন্থ পড়িয়া, উনুনে আগুন দিব - ইহা যেন তোমার মনে থাকে।

শ্রীমতীর এই কথা শুনিয়া কেশবের মুখ আরও ম্লান হইল। জিব শুকাইল। পৃথিবী আঁধার দেখিয়া, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীমতী। ও – কি –ও। বসিলে চলিবে না। শীঘ্র শীঘ্র কথার জবাব দেও।

কেশব। অ্যাঁ –অ্যাঁ—এই যে—তা বলচি কি,—আমার হাতে'ত আজ একটী পয়সাও নেই –এই মাসকাবার হয়েছে। বাবা, ওকালতীর জন্য মাসে মাসে আমাকে দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দেন, তা, সে টাকা পাইতে এখনও আট দশ দিন বিলম্ব আছে। আমার মনিব্যাগে মোটে ।/১০ আনা পয়সা আছে—তা সেই জুতা বুরুষ-ওয়ালার

।০ আনা ধারি—তাকে আজ না দিলেই নয়। তোমাকে যোড় হাতে বল্‌চি—আজ আমাকে ক্ষমা করো—তোমাকে ক্রমে ঐ টাকাগুলি যোগাড় করিয়া দিব। তুমি আমার বাক্স দেখ, বাস্তবিক কোথাও কিছুই নাই।

শ্রীমতী। সেকি কথা? আমরা শিক্ষিতা রমণী,—তোমার টাকা আছে, কি নাই,—তাহা আমরা বুঝি না। জানিতেও চাহি না। আমার টাকার দরকার হইয়াছে, তোমাকে দিতে হইবে। যেমন করে পাও, যেখানথেকে পাও, তাহা আমি দেখিব না, মোদ্দা, এখনি আমাকে দিতেই হইবে। (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এখনি তোমাকে দিতে হইবে। টাকা না দিলে, তোমাকে উঠিতে দিব না। তুমি জান,—আমি কে।”

মহাশক্তির সমক্ষে বলিদানের পূর্ব্বে, হাড়িকাঠে মাথা দিয়া পাঁঠা যেরূপ “ম্যা ম্যা” করে, কম্পিত কলেবর, কাতর কেশব সেইরূপ—অন্তরে নীরবে মা-মা-মা, গেলাম গেলাম করিতে লাগিলেন। নানা কারণে তাঁহার দুই চক্ষে দরধারা বহিতে লাগিল।

শ্রীমতী। অমন মায়া-কান্না আমি ঢের দেখিচি। যদি পেটপূরে খেতে দিতে পারবে না, তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?—আচ্ছা, উপায় বলে দিতেছি,—যদি উপস্থিত তোমার পকেটে টাকা না থাকে, তবে সেকন-ক্লাস গাড়ীভাড়া করে, পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যেয়ে,

এখনি টাকা ধার ক'রে এনে দাও! আমি টাকা কোন মতেই ছাড়িব না।

কেশবচন্দ্রের কথাবার্ত্তা নাই, নড়ন চড়ন নাই।—নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপং—ধীর, স্থির, গম্ভীর।

শ্রীমতী তখন একবার অট্টহাসি হাসিলেন। বলিলেন, "তুমিত টাকা দিতে পরিলে না—ধার করিয়া আনিয়া দিতেও সক্ষম হইলে না। আচ্ছা আমি টাকার জন্য স্বয়ং ঘণ্টাভাড়া গাড়ী করিয়া, বন্ধুবান্ধবের নিকট বাহির হইব! দুই ঘণ্টার মধ্যে ১২২৲ টাকা কেন, নগদ ২০০৲ টাকা আনিয়া তোমার সমক্ষে ধরিব। তখন তুমি শিক্ষিতা মহিলার ক্ষমতা বুঝিবে, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জগতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' আজ যেমন করিয়া হইক কার্য্য উদ্ধার করিব।"

এই বলিয়া, দিব্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, পানরাগে অধরপল্লব রঞ্জিত করিয়া, তীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে নরশরীর ভেদ করিয়া, শ্রীমতী চঞ্চলা টাকার জন্য গাড়ী করিয়া রাজপথে, বাহির হইলেন।

কেশব বাবু তদবস্থায়ই নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খানিক পরে চঞ্চলা ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "দেখ নাথ। এখনও উনপঞ্চাশ মিনিট অতীত হয় নাই, আমি নগদ ১৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিলাম। শিক্ষিতা মহিলার ক্ষমতা বুঝ। এ বিষয়টাও তুমি ছাপাইতে পার।"

কেশবচন্দ্র স্ত্রীর মুখ পানে চাহিলেন। বুঝিলেন, রমণীর বদন-সুধাকর বঙ্কিম বর্ণ হইলেও উগ্র প্রকৃতিক নহে, হরিণ-নয়ন, কেমন একরকম ভাসা-ভাসা চঞ্চল হইলেও, তাহাতে আর তীব্র দৃষ্টি নাই, নাসা-বাঁশীর নিশ্বাস ঈষৎ ঘন ঘন পড়িলেও, তাহাতে আর প্রলয়ঝড়ের আশঙ্কা নাই। শ্রীমতীর এখন যেন একটু সদয় ভাব,—বেশ যেন শিষ্ট শান্ত স্বভাব। স্বামী কোন কথার উত্তর দিতে না দিতেই শ্রীমতী আবার বলিলেন, "প্রিয়তম। যামিনী বাবু বড়ই সুন্দর লোক। তিনি অতি অমায়িক এবং সাধু। আমার কোন কথাই তিনি এড়াইতে পারেন না। এই তিন মাসের মধ্যে যে, তাঁহার সঙ্গে আমার এত আলাপ হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি আপনারও অনেক প্রশংসা করিলেন—দেখিলাম, তিনি অপনাকেও বড় ভাল বাসেন।"

কেশব। যামিনী বাবু বড সৎলোকই বটেন—

চঞ্চলা। সৎ না হলে কি আমি চাবিমাত্রেই ১৭৫৲ টাকা তিনি আমাকে দিযা ফেলেন?—বাকি ২৫৲ টাকা সন্ধ্যার সময দিবেন বলেছেন। একেবারে সব টাকা দিতে পারিলেন না, বলিযা, তিনি কত দুঃখ করিলেন।

কেশব। কোন বকম পাস না করিলেও, কলেজ-শিক্ষা না থাকিলেও, তাঁহার ইংরেজীতে বেশ দখল আছে।

চঞ্চলা। তাঁর অতি উত্তম জ্ঞান আছে। হাসি হাসি মুখে কেমন তাঁর সুমিষ্ট কথা। বিদ্যের জোর না থাকলে কি, এমন সুধামাখা কথা কেউ শিখ্‌তে পারে॥

কেশব। অনেক সাহেব শুবোর সঙ্গে তাঁর আলাপ। তিনি ইংরেজ-সমাজে সদাই মিশেন, তাই তিনি বিনা পাসেও শিক্ষিত হযেছেন।

চঞ্চলা। তা'ত হবেনই, তাঁর সঙ্গে কার তুলনা?— সে কথা যাউক। এখন আমি ফর্দ্দ করে দিচ্চি,— শীঘ্র বাজারে যেযে জিনিসগুলি এনে দাও দেখি? আর সময নাই, ১২টা প্রায বাজে, শীঘ্র বেরোও, শীঘ্র বেরোও—

কেশব। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) অ্যাঁ, এখনও স্নান করি নাই—নেয়ে, চারটি ভাত খেয়ে এখনি যাচ্ছি।

চঞ্চলা। তুমি কি, আমাকে মজাতে বসেছ নাকি?— এতক্ষণ ঘরের কোণে ব'সে কি কচ্ছিলে?—নেযে খেযে ঠিক হযে বসে থাক্‌তে পার নাই?—জান, আজ বাড়িতে

কর্ম্ম হবে,—ঠুঁঠো-জগন্নাথের মত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ কি বোলে? আমার পোড়া অদেষ্টকে এখনি নুড়ো জেলে, ধড়্ধড় করে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে,—

কেশব। (অতি বিনীতভাবে ম্লানমুখে) রাগ করো না। আমি এখনি এনে দিচ্চি। এই এক ঘটী মাথায় জল দিয়ে, দুটো খেয়ে—

চঞ্চলা। আজ আর নাইতে হ'লে বেলাটুকু থাকবে না—অত সুখে আর কাজ নেই। তাড়াতাড়ি দুটো ভাত খেয়ে এখনি চলে যাও,—অ, ঝি। বামুন ঠাকুরকে বল্, বাবুর শীগ্‌গির ভাত আন্‌তে।

কেশব। আচ্ছা, তবে মুখটা ধুয়ে নি,—কাপড়টা ছাড়ি—

চঞ্চলা। তুমি যে আমায় জলিয়ে পুড়িয়ে খেলে। এ, মুখ ধোবার সময়, না, কাপড় ছাড়িবার সময়? আমার মাথায় আজ আগুন জলছে, তোমার সুখে আর গা ধরে না। (পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া) পোড়ারমুখ। চোখ থাকে ত এই চেয়ে দেখ, দুপুর বাজতে আর ২॥০ মিনিট বাকি। সাধ করে কি আমার মুখ দিয়ে অকথা-কুকথা বেরোয়?

এমন সময় বামুনঠাকুর বাবুর ভাত লইয়া আসিল। ঝী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিল,—"মা, এই ঘরেই কি বাবুর আসন পেতে দিব?"

চঞ্চলা-মা, ক্রোধভবে ঝীকে বলিলেন, "তুই যাঃ,—ওব ছু-কডাব যুগ্যতা নেই, ওকে আব আসন পেতে ভাত খেতে হবে না। বামুন ঠাকুব, তুমি অম্নি ভাত ফেলে যাও,—ও, খেতে হয় থাক্, না খেতে হয় চলে যাক্।—"

কেশব ধীবভাবে, অতি মিহি স্ববে বলিলেন,—"বাগ ক'বো কেন?—আমি এই, শীঘ্র খেযেই বাজাবে যাচ্ছি—

বাবু তখন ধূলায বসিযা, তাডাতাডি ছু চাব মুটা খাইযা, ফর্দ্দ লইযা, দ্রব্য সংগ্রহার্থ পদব্রজে বাজাবে চলিলেন।

স্ত্রী হাঁকাহঁকি কবিযা বলিলেন, "খুব দৌডে যাও—দৌডে যাও—পথে একটুও দেবী কব্তে পাবেনা—দৌড়ে দৌডে।।"

পাতা মুড়িবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

বন্ধনভূমি আজ দ্বিতলে। যে বৃহৎ ঘবটী শ্রীমতীব বেশভূষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘবে বন্ধন আবম্ভ হইল। স্বামী বাজাব কবিয়া আসিয়া পঁহুছিযাছে। টি-টমসনেব ভবনেব বড বড দুইটী কেবাসিন-ষ্টোভ,—বিলাতী উনান, স্মিথেব বাটীব একটা থাব্মোমিটাব, বন্ধুগৃহ হইতে ব্যাবোমিটাব, যামিনী বাবুব কাছ থেকে দূববীণ—পাশ্চাত্য প্রথামতে বন্ধনেব ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রেব সমাগম হই-য়াছে। বন্ধনগৃহেব মধ্যস্থলে একটী টেবিল, তাব চাবি-ধাবে চাবি খানি চেয়াব, এবং একখানি শয়ন-কেদাবা অবস্থিত। স্বযং যামিনী বাবু পূবা-সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইযা, শ্রীমতীকে বন্ধন-কার্য্যেব সাহায্য কবিতে-ছেন। দুইটী ঝী, নিম্নতলে শিলে অনববর্ত্ত বাটনা বাটি-তেছে। শিল নোডাব একঘেযে ঘর্ষণ-শব্দে শ্রীমতী মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া যামিনী বাবুকে বলিতেছেন, "বড় কঠোর কর্কশ ধ্বনি কর্ণ-পটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অসভ্যদের অসভ্য প্রথায় প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে। বাটি-বার কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই ?"

যামিনী। চঞ্চলে! আপনি আমাকে পাঁচ মিনিট সময়

দিন, আমি পেনি-সাইক্লোপিডিয়া খুলিয়া কল বাহির কবিতেছি।

শ্রীমতী। থাক্, থাক্,—একাজে আপনাব পবিশ্রম হবে, বড কষ্ট হবে। প্রিয় যামিনী বাবু, মজা দেখুন, বুড়ো বামুনঠাকুবটা কি অসভ্য। আমাদের সম্মুখে ওব্যক্তি খালি-গায়ে, খালি পায়ে আসিতে লজ্জা বোধ কবে না। থান ধুতিটেত হেঁটোব উপব উঠচে।—ছি।

সেই বয়ুয়ে বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিল, "মা ঠাকুরুণ্। পোলা-য়েব জলে কি এখনও মস্‌লা দেন নাই? অনেকক্ষণ জল চড়ান হয়েছে, জল যে দেখ্‌চি ফুট্‌চে।"

চঞ্চলা থাব্‌মোমিটাব হাতে লইযা জলেব উষ্ণত্ব পরী-ক্ষার্থ, চেয়াব হইতে উঠিয়া, দুবস্থিত সেই জলন্ত বিলাতী-উনুনেব নিকটবর্ত্তিনী হইবাব জন্য পা বাডাইবার উপক্রম কবিলেন। যামিনী বাবু তাঁহাব সম্মুখভাগ আগুলিয়া, আস্তেব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "না, না,—তা হবে না,—অগ্নিব উত্তাপের সন্নিকটে আপনাব যাওয়া হবে না। বৈশ্বানবের বিসমাখা বিষম তাপে, আপনাব অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের কোমল সুচারুচর্ম্ম বিশুষ্ক প্রায় হইয়া উঠিবে। আহা। বিদ্যুতাগ্নিতে হঠাৎ বিদগ্ধ ফুটন্ত কমল,—আমি স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাবিব না।"

চঞ্চলা। সর্ব্বংসহা রমণী কি না সহিতে পারে? অনলে জলে, শৈলে,—জেলে, জঙ্গলে, উত্তপ্ত তৈলে,—রমণী

কোথাও যাইতে ভয় করে না। রমণী কখনও বজ্রাপেক্ষা কঠিন, কখন বা কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। আপনাকে কর-যোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে আর বাধা দিবেন না।—আপনি অনুমতি করুন—বিদায় দিন, —আমি স্বয়ং গিয়া জল-পরীক্ষা করিয়া আসি।”

যামিনী। মহিলা-কুল-চূড়ামণে। আমার কথা শুন। দূরবীণ আনিলাম কি জন্য? আপনি দূরে, ঐ শয়ন-কেদারায় শুইয়া থাকুন,—শুইয়া চক্ষে দূরবীণ ধরুন,—হাঁড়িস্থ জল তখন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জল যে সিদ্ধ হযে আধাআধি মরে গেল। মা ঠাকুরুণ। ন্যাকড়ায় বেঁধে মসলা গুলা এখনও ফেলে দিলে যে হয়।।

চঞ্চলা হা-হা-হা, হাসিয়া, যামিনী বাবুর উদ্দেশে (জনান্তিকে) বলিলেন, “এই মূর্খ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে কিনা, উষ্ণ জল পরীক্ষার পূর্ব্বেই মসলা হাঁড়িতে নিক্ষেপ করা হউক। অথবা অদ্য আমি রন্ধন করিতেছি বলিয়া, উহার হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবলা হইয়া থাকিবে, তাই বুঝি, আমাকে অসম্ভ্রম করণোদ্দেশে আমাকে এই কুকর্ম্ম করিতে রত করাইতেছে। বিশেষত, এখনও ওজন-যন্ত্র আসিয়া পৌঁছে নাই। সমস্ত মসলা, অতীব সুক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া, তবেত হাঁড়ীতে ফেলিব? এই পরদ্বেষী বুড়া বামুনটাকে আমি আজই দূর করিব।”

শ্রীমতী তখন উচ্চৈস্বরে বধূয়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুব। আজ তোমাব কোন কথা কহিবাব আবশুক নাই, তুমি নীচে গিযা চুপ কবিযা বসিয়া থাক।"

ঠাকুব অবাক হইযা চলিযা গেল।

ওজন-যন্ত্র আসিতে বিলম্ব হইল। তখন একজন প্রিয় ঝী আসিযা সেই গবম জলেব হাঁড়ী, অনুমত্যনুসাবে, নামাইযা রাখিল। হাঁড়ীতে তখন জল নাই বলিলেই হয।

তাবপব শ্রীমতী চেযাবে বসিযা, স্বহস্তে মাছ ভাজিবাব যোগাড কবিতে লাগিলেন। সেই বিলাতীউনানে এক কড়াই তেল চাপিল। চাবিদিকে মহা হুলস্থূল কাণ্ড। স্বযং গৃহিণী আজ বন্ধনী,—দাসীকুল শশব্যস্ত হইল। নিক্তিব ওজনে, ৩২॥০ ভবি নুন, মাছে মাখা হইল। পাঁচ সেব মাছে কতটা হলুদ মাখান হইবে, তাহাব জন্য ইংবেজী-পাকপ্রণালী খুলিযা অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। শেষে স্থিব হইল, একসেব তিন ছটাক একবাঁচ্চা হলুদ আবশুক। অবশেষে শ্রীমতী হুকুম দিলেন—মাছে উনিশ ছটাক শুকাদই মাখাও, এবং দুই ছটাক পেঁপেঁব বস ঢাল, নচেৎ মাছ সিদ্ধ হইবে না।

দ্বিতীয় উনানে লুচি ভাজিবাব জন্য চঞ্চলা এক কড়াই ঘী চাপাইলেন। প্রিয় ঝী লুচি বেলিতে লাগিল।

ব্যাপাব দেখিয়া সকলে নীরব, নিথব, নিশ্চল। মুহূর্ত্ত

মধ্যে পাড়ায় বাষ্ট হইল, শিক্ষিতা মহিলা চঞ্চলা স্বহস্তে স্তূপাকা উননে বাঁধিতেছেন। যিনি কখন বন্ধনশালার ত্রিসীমানা মাড়ন নাই, তিনি কেমন করিয়া একই বারে এমন কর্ম্মিষ্ঠা হইলেন, ইহাই লোকের ভাবনার বিষয় হইল। কেহ বিস্মিত, কেহ বা মোহিত হইল, কেহ বা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধা প্রপিতামহী বলিলেন, "হবেনা কেন মা, বিদ্যার জোর থাকিলে সবই হয়। আমাদের মতন ত ওরা আর মুখ্খু মেয়ে নয়, যে,--তেল, ঘিয়ের দুখানা কড়া একবারে সাম্‌লাতে ওরা ভয় করবে।"

এদিকে চঞ্চলার মজ্‌লিস ক্রমেই সরগরম হইয়া উঠিতে লাগিল। সে চঞ্চল-চক্ষের চাহনি, সে ক্ষিপ্রহস্ততা, সে হেলন দোলন, দেখে কে?

ঝীকে চঞ্চলা বলিলেন, "ঝী বেশী করিয়া জ্বাল দাও, —বিলাতী-উনান দ্বরের পেঁচ ঘুরাও। এইবার আমি মাছ আর লুচিভাজা আরম্ভ করিব।" ঝী হুকুম মত কার্য্য করিল। অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হইল। তখন যামিনী বাবু পাখা লইয়া আসিয়া শ্রীমতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বাতাস করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "চঞ্চলে। আজ কি অনুপম শোভা। আপনিই বঙ্গগৃহের একমাত্র স্বধর্ম্ম-নিরতা কর্ম্মরূপিণী গৃহিণী—আপনার আর যোড়া নাই।"

শ্রীমতী পণ্ডিতার ন্যায়, গম্ভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া,

সুবোদ্ধার মত চোখ্ মুখ ঘাড় নাড়িয়া, দুলাইয়া, কাঁপাইয়া,—সেই তৈলপূর্ণ কটাহে একবারে সেই পাঁচ সের মাছ নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপান্তর সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া, ঘৃতপূর্ণ কটাহে, ঘৃতের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য শ্রীমতী থারমমিটারটী ডুবাইলেন। থারমমিটারটী তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল,—ভিতর হইতে পারদ বাহির হইয়া ঘৃতে পশিল। তখন তিনি ঝাজ্‌রী দিয়া ঘী হইতে পারা তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাছ ভাজার সেই তৈলটা একটু কাঁচা ছিল। পাঁচ সের মাছ একবারে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, কড়ায়ের মুখে মুখে তৈল উঠিল। কাঁচা তেলে সেই দধিযুক্ত মৎস্য পতিত হওয়ায়, ক্রমশ রাশি রাশি ফেন উদ্গত হইতে লাগিল। ফ্যানার দিকে চঞ্চলার চক্ষু নাই, তিনি কেবল সেই উত্তপ্ত ঘৃত হইতে ঝাজ্‌রি দিয়া পারা ছাঁকিতে ব্যগ্র হইলেন।

কড়ায়ের গাত্র বহিয়া তৈল-ফেন পড়িবার উপক্রম হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া চঞ্চলা, ঝীকে বলিলেন, "ঝী জ্বাল কমাইয়া দেও,—উনানের প্যাঁচ উল্টা দিকে ঘুরাও।"

ঝী ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, থতমত খাইয়া, প্যাঁচ উল্টা ঘুরাইতে গিয়া সোজা ঘুরাইয়া ফেলিল। আগুণ আরও দাও দাও জ্বলিয়া উঠিল। তখন কড়ায়ের তৈল নিম্নের কেরোসিন আলোকের সহিত মিশিল।

আর রক্ষা নাই। ভয়ঙ্কর দাবানল জলিয়া দশদিক উজ্জলীকৃত করিল। ঝীটা বাপ্‌রে মরিবে করিয়া, সর্ব্বাগ্রে পলাইল। শ্রীমতী ভয়ে ভীতা, প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া, তখন পলায়নই শ্রেয়ঃসিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু এ অন্তিমেও তিনি বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়িলেন না,—সম্মুখে একঘড়া জল ছিল। জল দিলে আগুন নিবে, ইহা তিনি ইংরেজী-গ্রন্থে পড়িয়াছেন। জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, নিজ কৃতিত্ব দেখাইয়া, বীররমণীর ন্যায় গৃহত্যাগ করিবেন, শেষে তিনি ইহাই স্থির করিলেন। হঁপাইতে হাঁপাইতে ভয়-কম্পিতস্বরে যামিনী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যামিনী বাবু, অ বানিনা বাবু, শীঘ্র জল ঘড়াটা সরাইয়া দিন——"

যামিনী বাবু সে কথা শুনিয়াও, তাহা গায়ে মাখিলেন না। বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী তখনও, বিজ্ঞানের সাহয্য ছাড়িলেন না। বহুকষ্টে সেই জলঘড়াটা তুলিয়া জলন্ত কটাহে ঢালিয়া দিলেন। আগুন আরও দ্বিগুণ তেজে জলিল—শ্রীমতীর গাত্রবস্ত্র জলিতে লাগিল, কেশকলাপ পুড়িয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ। ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন।। কি দৈবদুর্ব্বিপাক। ইত্যবসরে ঘৃতের কড়াইটাও আপনাপনি জলিয়া উঠিল।

যখন এই কাণ্ড উপস্থিত, তখন বহুকালের পুরাতন

ভৃত্য, সেই অবমানিত বৃদ্ধ-বয়ুবে-ব্রাহ্মণ, যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিদারুণ সাহসে ভর করিয়া, বেগে সেই ঘরে ঢুকিয়া মাঠাকুরাণীকে দাবানল হইতে পাথুরে-কোলা করিয়া, বাহিরে আনিল।

নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ এবং স্বামী কেশবচন্দ্র, সদর, বাটী হইতে দৌড়াদৌড়ি রন্ধনশালার দ্বারদেশে উপনীত হই-লেন। দেখিলেন, মাঠাকরুণ মূর্চ্ছিত, চুলগুলা সবই পুড়িয়া গিয়াছে,—যেন মুড়া ঝাঁটা, মখের ছাল উঠি-য়াছে, এবং অৰ্দ্ধ-বিবস্ত্রা। বামুন-ঠাকুর দুই-ঘটী জল ঢালিয়া, রমণী-গাত্রের জলন্ত-অগ্নি নিবাইয়াছে।

শেষে বহুচেষ্টায়, বহুকষ্টে, গৃহের চেয়ার টেবিল দগ্ধ করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল।

দুইজন ডাক্তার আসিল। রাত্রি দশটার সময় চঞ্চলার চেতন হইল। শিক্ষিত হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব মহিমা। এত যন্ত্রণা স্বত্বেও, বন্ধু পরিবেষ্টিত সেই বীর রমণী শ্রীমতী চঞ্চলা ক্ষীণ মৃদুস্বরে বলিলেন, "যামিনী বাবু, আমার রন্ধ-নের সার্টিফিকেট কৈ? রন্ধনত মন্দ হয় নাই—তবে দৈব দুর্ব্বিপাকে কি না ঘটে?"

যামিনী বাবু-প্রমুখ সকলেই বলিলেন, "তা বৈকি, শিক্ষিত-মহিলাকুল-ধ্বজধরে! যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, জগতে আপ-নারই জয়কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।"

প্রকৃত পণ্ডিত কে ?

—০০—

বড কঠিন কাল আসিল। এ ঘোব দুর্দ্দিনে দুঃখেব কথা বলিই কাকে, শুনেই বা কে? কিন্তু না বুঝাইলেও মন বুঝে না। আজিকাব দিনে প্রকৃত সুব্রাহ্মণপণ্ডিত পাওয়া বড়ই সুদুর্লভ। একজন প্রকৃত পণ্ডিত পাইলে, তাঁহাব মতামত সহজেই, অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ কবা যায়, কিন্তু একশত মূর্খ-পণ্ডিত যদি নাবায়ণ পূজা করিতেও বলেন, তাহাতেও যেন লোকের অশ্রদ্ধা হয। প্রকৃত পণ্ডিত কাহাকে বলে?—এ সম্বন্ধে সেই কঠোবতপা সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আত্মজ্ঞানং সমাবম্ভ্যস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে
অনাস্তিক শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ এই দেহ, মন, বুদ্ধি, অভিমানাদি জড-পদার্থকে যাঁহাবা আত্মা বলিয়া অভিমান করে না, পরন্তু এতৎ সমস্ত জড়-পদার্থের অতীত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব চিৎস্বরূপ পদার্থকে যিনি আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, যিনি সাধু অধ্যব-

সাযবান, যাঁহার তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতউষ্ণাদি দুঃখ-সহিষ্ণুতা আছে, যাঁহাব চিত্ত সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রবণ, যিনি বাহিবেও প্রশস্ত, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যেব অনুষ্ঠান কবেন, যাঁহার দ্বাবা নিন্দিত কার্য্য কখনই হইতে পাবে না, যিনি নাস্তিক নহেন, বেদাদি শাস্ত্রেব যাবতীয় আদেশ অবনত মস্তকে পালন কবেন, যিনি ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রস্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থন্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, স্তম্ভনশক্তি, মান, অপমানাদি প্রবৃত্তি সকল যাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচলিত কবিতে পারে না, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পবে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাঁহাব মনেব সঙ্কল্প ও সঙ্কল্প-সাধনেব মন্ত্রণা প্রথমে কেহ জানিতে পাবে না, অর্থাৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলে পর, তাহা লোক সমাজে স্বতঃপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে।

যস্য কৃতং ন বিঘ্নন্তি, শীতমুষ্ণ ভয়ং বতিঃ।
সমৃদ্ধি রসসমৃদ্ধির্ব্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

শীতের প্রবলতাই হউক বা প্রচণ্ড উত্তাপই বৃদ্ধি হউক, লোকে ভয় প্রদর্শনই করুক বা কোন প্রলোভনই সম্মুখে উপস্থিত হউক, অধিক বিভবেই হউক বা কোন দুর্ব্বি-

পড়ুক আসিযাই পড়ুক, কিছুতেই যাঁহার শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্পাদনে বাধা জন্মাইতে পারে না, তিনি পণ্ডিত পদ বাচ্য।

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাহার সাংসারিক বুদ্ধি ধর্ম্মের সহিত অর্থানুগামিনী হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ানুগামিনী হয না, সাধু কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যিনি বিষয়ের সংগ্রহ করেন, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥

যতটুকু সাধ্যায়ত্ত, অর্থাৎ আপন শক্তি দ্বারা যতটুকু নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেইটুকু পরিমাণ কার্য্য করিতে যিনি ইচ্ছা করেন, এবং নিজ ক্ষমতানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য অন্য লোকের কার্য্য অপেক্ষা নীচ হইলেও তুচ্ছ করেন না, এইরূপ মহাত্মাগণ পণ্ডিত বুদ্ধিসম্পন্ন।

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাপৃষ্টো ব্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থং
তৎপ্রজ্ঞানম্ প্রথমম্ পণ্ডিতস্য॥

যিনি যে কোন বিষয়েই হউক, শ্রবণমাত্রই বুঝিতে

পারেন, অথচ তাহা মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, অর্থাৎ বুঝিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বিষয়টী শুনিতে ক্ষান্ত হন না, যিনি বিশেষ মর্ম্ম অবগত হইয়া তবে কোনরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু লোভবশবর্ত্তী হইয়া নহে, অনুরুদ্ধ না হইয়া যিনি পরবিষয়ে হস্তার্পণ করেন না, (অর্থাৎ স্বভাব দোষে বা খোসামোদের জন্য নহে) তিনি পাণ্ডিত্যের প্রথম অবস্থার জ্ঞানসম্পন্ন।

> ন প্রাপ্যং অভিবাঞ্ছন্তি নষ্টেচ্ছন্তি শোচিতম্।
> আপৎসু ন বিমহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিত বুদ্ধয়ঃ॥

যাঁহারা পণ্ডিত বুদ্ধি, তাঁহারা যে বস্তু পাইবার সম্ভব নাই তাহার কামনা করেন না, বিনষ্ট বিষয়ের জন্যও অনুতপ্ত হন না, এবং ঘোর আপৎকাল উপস্থিত হইলেও স্খলিতপ্রজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমোহিত হন না।

> নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ।
> অবন্ধ্য কালবশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি পরিণাম ফলের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করেন, এবং অসম্পূর্ণাবস্থায় কার্য্য পরিত্যাগ না করেন, যিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না, এবং নিজ মনকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ, তাঁহাকেই পণ্ডিত কহা যায়।

> আর্য্য কর্ম্মণি রজ্যন্তে ভূতি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
> হিতঞ্চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ।॥

যাঁহারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যানুসারে অনুরক্ত ঐশ্বর্য্য (শাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য) বা প্রতাপ বর্দ্ধনে তৎপর, এবং পরহিত দর্শনে অসূয়া প্রকাশ না করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গাঙ্গোহ্রদ ইবাক্ষুভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও প্রসন্ন হয়েন না, অর্থাৎ আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন না, ও অবমানিত হইয়াও খেদ বোধ করেন না, সর্ব্বদা গঙ্গাকুণ্ডের ন্যায় নিশ্চল ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।

তত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানাদি দ্বারা ভূত মাত্রেরই সমস্ত তত্ব বিদিত আছেন, যিনি সকল কার্য্য কারণ ঘটনারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মনুষ্য জীবনের চেষ্টিত উপায় সকল অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন।

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহাবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থার্থবক্তাচ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি বক্তৃতা করিতে সমর্থ, যাঁহার কথন প্রণালী বিচিত্র, যিনি তর্কোত্থাপনে সমর্থ, আবশ্যক সময়ে যাঁহার বুদ্ধি শীঘ্র সচেতন হয়, গ্রন্থ দেখিবামাত্র যিনি তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞাচৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেতসঃ॥

বেদশাস্ত্র যাঁহাব বুদ্ধিব অনুকুল, এবং যাঁহার বুদ্ধি শ্রুতিব অনুগামিনী, এবং যিনি সর্ব্বদা আর্য্য মর্য্যাদা বক্ষা অর্থাৎ আর্য্যদেব অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল সম্পাদন কবেন, তিনিই পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেববা।
বিচবত্যসমুন্নদ্ধো যঃ সঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥

বিপুল বিভব, বিদ্যা ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইযাও যিনি বিনম্রভাবে বিচবণ কবেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত পদবাচ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব।

তর্কবাগীশ। চাটুর্য্যে। তোমার কোন্ পুরুষে অধ্যাপক ছিল যে, তুমি মহা নৈবিদ্যতে হাত দিতে যাও।

নিধিরাম ন্যায়রত্ন। ঘোষাল বামনের্ আর পণ্ডিতীর জাঁক করতে হবে না। আগুরী-বাড়ী সেবার যখন ভাত গিলে কালী পূজা করিতে গেছলে, তখন শাস্ত্র কোথায় ছিল? আজ তুমি আছ, কি আমি আছি, নৈবিদ্যি কে নের দেখ্‌বো।

ভুলু ঠাকুর। আ রাম, তোমরা কর কি হে। তোমাদের হুটোপাটিতে ওদিকে পুঁথিখানা যে গোল্লায় গেল। গেল, গেল, গেল, এবার ঘটটাও বুঝি যায়। ও সেজো বাবু।

কেবল পুরুৎ। কার বাপের সাধ্যি যে আজ মুড়ি এখান থেকে নিয়ে যায়।

শিরোমণিদের রাখাল। পাঁঠার মুড়ি নিবি ত তোর মুড়ি আগে রাখ্। আজ মায়ের তলায় খুন হবো, তবু মুড়ি ছাড়্‌বোনা।

নন্দেরচাঁদ খানসামা। বড় বাবু। চলুন একবার পুষ্পাঞ্জলিটে দিয়ে আস্‌বেন। ঠাকুরমা বলে দিয়েছেন, আমি কি কর্‌বো বাবু!

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব।

সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
কলিকাতা
পাতা মুড়িবেন না।

বড বাবু। ড্যাম শ্যালা। আমি কি বুঝিনে, না, যাচ্চি না? শেষ ডোসটা টেনে চাটগুলো মুখে দিতে ভুলে এলুম, তুই শ্যালা এমনি বেহুস্ চাকব যে হাতে কোবে নিয়ে এলিনে। দ্যাখ্ ওদিকে পেচি মাতাল শ্যালা বুঝি ন্যাকাব কোবে যেলে।
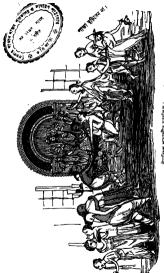
মহাশক্তির পলায়ন।

বালক। মা কোথা পালিয়ে যাচ্ছেন—

বৃদ্ধ। মা আর কি তোর আছে?—তুই মাকে খেতে দিস্ কৈ? ঐ দেখ, না খেতে পেয়ে মা কাহিল হয়েছেন, আর তাঁর হাতের ত্রিশূল খসে পড়ে যাচ্ছে।—

বালক। তাই কি অসুরটা মাকে কাটতে যাচ্ছে? (মাকে মারিল, মাকে মারিল বলিয়া বালকের ক্রন্দন।)

বৃদ্ধ। তুই কাঁদিস্ কেন? এক দিন মাকে খেতে দিয়ে দেখ্ দেখি? মা তোর এখনি অসুর বিনাশ করে ফেল্‌বে?

বালক। আমি'ত মাকে রোজই খেতে দি—

বৃদ্ধ। বাপু হে! তুমি একটী দিনও তোমার মাকে খেতে দাও না—

বালক। সে কি কথা? আমি ত প্রত্যহই খেতে বলি—

বৃদ্ধ। বাপু! গাঢ় ভক্তি ক'রে না দিলে কি মা কখন খেয়ে থাকেন? মাকে মুখে বল, খাও খাও, কিন্তু মা না খেলে কি যোড়হাতে মায়ের পদতলে পড়িয়া ভক্তিভরে কখন কেঁদেছিলে?

বালক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান হইল।

পাতা মুড়িবেন না।

মহাশক্তির পলায়ন ।